একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

১০৪তম সংখ্যা • ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাংলাদেশের মানুষের সকল অধিকার গুম হয়ে গিয়েছে

ডা. শফিকুর রহমান

- স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই আশুরার প্রকৃত শিক্ষা
- তাকওয়া, আল্লাহর সাহায্য, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ বিজয়ের জন্য অপরিহার্য
- ইসলামী শ্রমনীতি ছাড়া অধিকার আদায় হবে না
- ১৪ বছরে গুম ৬১৪ জন : নিখোঁজদের ফিরে আসার অপেক্ষায় স্বজনরা
- মানব পাচারের লাগামহীন ঘোড়া থামানো দরকার!
- যুব সমাজকে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ছোবল থেকে উদ্ধার করতে হবে

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০৪তম সংখ্যা
০২ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

মানুষ আপনজনকে নিয়ে একসাথে শান্তিতে থাকতে চায়

৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালিত হলো বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশে যারা গুম হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা জাতীয় প্রেসক্লাবে 'মায়ের ডাক' শিরোনামে এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। বাবার ছবি বুকে নিয়ে এক শিশু মঞ্চের সামনে বসে ছিল। তার মিনতি 'বাবা ফিরবে, বাবাকে ছুঁয়ে দেখবো।' কান্না বিজড়িত তার ছবিটি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। এ ছবি প্রতিটি হৃদয়বান মানুষের অনুভূতিকে আঘাত করেছে। তার কান্না আর ফরিয়াদের কোন জবাব সে পায়নি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর তথ্যানুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মোট ৬ শতাধিক মানুষকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা অপহরণ করে গুম করেছে। এদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৭৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। ৮৯ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৫৭ জন ফেরত এসেছে। অবশিষ্টদের কোন খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি। যারা গুম হয়েছেন তারা কোথায় এ জবাব দিতে হবে সরকারকে।বিস্ময়ের ব্যাপার একটা মানুষকে পাওয়া যাবেনা আর রাষ্ট্র নীরব থাকবে তাতো হতে পারেনা। বলতে দ্বিধা নেই কার্যত আজ বাংলাদেশের মানুষের সকল অধিকার গুম হয়ে গিয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার বলতে দেশে কিছুই নেই। অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসাসহ মানুষের সব ধরনের অধিকার আজ গুম হয়ে গেছে। এভাবেতো আর একটি দেশ চলতে পারে না। এ অবস্থা থেকে জাতি মুক্তি চায়। মানুষ আপনজনকে নিয়ে একসাথে শান্তিতে থাকতে চায়।

১৪ বছরে গুম ৬১৪ জন নিখোঁজদের ফিরে আসার অপেক্ষায় স্বজনরা

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ থেকে ২০২০ (২৫ আগস্ট) পর্যন্ত ৬০৪ জন গুম হয়েছে। গত ৩০ আগস্ট বাংলাদেশেও পালিত হল আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর ৩০ আগস্ট গুম হওয়া মানুষগুলোকে স্মরণ এবং সেই সঙ্গে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য দিবসটি পালন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাকর্মীর পাশাপাশি আছে সাধারণ লোকজনও। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিচয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বন্ধ না হলেও অনেকটাই কমেছে। মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলেছেন, বাংলাদেশে গত বেশ কয়েক দশক ধরে একের পর এক গুমের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এটি বন্ধ করার জন্য দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করিনি। গত এক দশক ধরে বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কখনোই বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। জাতিসংঘের এই চিঠি অবশ্যই একটা অগ্রগতি।

এদিকে গুম বা নিখোঁজের বিষয়ে সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে হঠাৎ বাংলাদেশকে চিঠি দিয়েছে। এরপর আবারও বিষয়টি সামনে আসে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ৩৪ জনের অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চেয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। ইতিমধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) চিঠি পাঠিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদিকে ৩৪ জন ব্যক্তির গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

এর আগে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে, গত ১৪ বছরে দেশে ৬০৪ জনকে গুম করা হয়েছে। সব গুমের অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গুমের শিকার সব নিখোঁজ ব্যক্তিকে অবিলম্বে খুঁজে বের করা, প্রতিটি গুমের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠন, দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুমের শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবারের যথাযথ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করে গুম প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ থেকে ২০২০ (২৫ আগস্ট) পর্যন্ত ৬০৪ জন গুমের শিকার হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার ও স্বজনরা অভিযোগ তুলেছেন। এদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৭৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। ৮৯ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৫৭ জন ফেরত এসেছে। অন্যদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়নি।

এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার, স্বজন বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, সাংবাদিক বা মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, বিশেষ বাহিনী-র‍্যাব, ডিবি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের পরিচয়ে সাদা পোশাকে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের তুলে নেওয়া হচ্ছে। প্রায়ই সংশ্লিষ্ট বাহিনী তাদের গ্রেফতার বা আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরিচিত কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই আলোচনা বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং উদ্ধারের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুম হওয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ করেই তাদের কোনও মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় বা ক্রসফায়ারে তাদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। যারা ফিরে আসতে পেরেছেন তাদের ক্ষেত্রেও কী ঘটেছে তা জানা যায় না। এদিকে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ৩৪ জনের অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চেয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। ওই চিঠির সূত্র ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ১৪ জুন পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) একটি চিঠি পাঠায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলরের ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঠানো গুম হওয়া ৩৪ জনের বিস্তারিত পরিচয় ও তাদের গুম হওয়ার সময়কার বর্ণনা এবং এ সংক্রান্তে থানা পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে অভিযোগ দেওয়ার বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমী, বিএনপি নেতা মো. ইলিয়াস আলী, মোহাম্মদ চৌধুরী আলম, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আরমান আহমদ বিন কাসেম অন্যতম।

এরআগে দেশে ৩৪ জন ব্যক্তির গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশে এখনো ৮৬ জন গুম হয়ে আছেন। এ বছরের ১৬ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনে এইচআরডব্লিউ বলেছে, তারা মনে করে, জাতিসংঘের উচিত গুম নিয়ে একটি স্বাধীন তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিবেদনে গুমের জন্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে দায়ী করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ১১৫টি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এইচআরডব্লিউ 'নো সান ক্যান এন্টার: আ ডিকেড অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

মানব পাচারের লাগামহীন ঘোড়া থামানো দরকার!

এক যুগে অবৈধভাবে ইউরোপ গেছে ৬২ হাজার

জীবনের ঝুকিপূর্ণ পথ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জানা সত্ত্বেও হাজার হাজার কিলোমিটার সাগর পাড়ি দেয়া ভয়ংকর রাস্তা কাঠ বা প্লাষ্টিকের নৌকায় দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব অভিযান সংগঠিত হলেও ব্যর্থ হচ্ছে সব প্রচেষ্টা। এসব পাচার চক্রের মাধ্যমে গত এক যুগে অবৈধভাবে ইউরোপ গেছে ৬২ হাজার বাংলাদেশী। চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে অন্তত ৩ হাজার ৩৩২ জন বাংলাদেশী ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। বেসরকারি সংস্থা ব্রাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের এক তথ্যে বলা হয়েছে, এভাবে যারা ইউরোপে যাচ্ছে, তাদের বেশিরভাগ বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছর। অবশ্য শুধু ইউরোপে নয়, করোনা মহামারির মধ্যেও শ্রম অভিবাসনের নামে মানব পাচার কিংবা ভারতে নারী-কিশোরী পাচার কোনোটাই থেমে নেই। বরং এসব ক্ষেত্রে এখন সামাজিক যোগাযোগের নানা মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। অভিজ্ঞজনদের মতে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর আগে এদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬ থেকে ৭ লাখ লোক অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমাতো। কিন্তু গত বছরের মার্চে মহামারি শুরুর পর সেই সংখ্যা ২ লাখে নেমে এসেছে। ফলে সামনের দিনগুলোতে দেশের বেকার যুব তরুনরা বিদেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। ফলে অনিয়মিত অভিবাসন ও মানব পাচারের ঝুকি আরো বাড়তে পারে। মধ্য প্রাচ্যে ভিজিট ভিসায় হাজার হাজার বাংলাদেশীদের গমন এবং ইউরোপে মরিয়া হয়ে প্রবেশের চেষ্টা তারই অশনি সংকেত বহন করে।

প্রসঙ্গত জানা যায় যে, চলতি বছর ২১ জুন এভাবে লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালী যাওয়ার পথে নৌকা ডুবিতে ১৭ বাংলাদেশী প্রাণ হারান। তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড ভূমধ্যসাগর থেকে বাংলাদেশী সহ ২৮০ জনকে জীবিত উদ্ধার করে। তাছাড়া এর আগে, ২৪ জুন ২৬৭ জনকে উদ্ধার করে তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড। যার মধ্যে ২৬৪ জন ই বাংলাদেশী। এরও আগে গত ১০ জুন ১৬৪ বাংলাদেশীকে তিউনিসিয়ার উপকূল থেকে উদ্ধার করে দেশটির কোস্টগার্ড। উদ্ধার হওয়া জীবিত বাংলাদেশীদের কাছ থেকে জানা গেছে তারা দুবাই এবং ওমানে নতুন আসা বাংলাদেশী তরুনরাই মূলত পাচারকারীদের প্রধান টার্গেট। দুবাই এবং ওমান থেকে তাদের নিয়ে আসা হয় ওমানের মাসকট বন্দরে। সেখান থেকে স্পিডবোটে ওমান উপসাগর অতিক্রম করে নিয়ে যায় ইরানের বন্দর আব্বাসে। তারপর ইরানের বিভিন্ন শহর ও জঙ্গলে

আটক রাখা হয়। সেখান থেকে ইরাক, তুরস্ক হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করতে থাকে এ চক্র। এরই মাঝে অনেকেই আবার ইরান নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে জীবন যাপন করে। যদি মর্জি হয় সেদেশের সরকার তড়িৎ ছাড়ে নতুবা ভাগ্যে যতদিন থাকে জেলের ঘানি টানতে হয়। এদিক থেকে দেখা গেছে ইউরোপ যাওয়ার ক্ষেত্রে সাগর পথে বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে।

বলা দরকার যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের গঠনতন্ত্র ও সংবিধান অনুযায়ী সব ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম ও পতিতাবৃত্তি থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে মানব পাচারের মতো একটি মর্মস্পর্শী আন্তঃদেশীয় অপরাধকে ঠেকিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করা কঠিন থেকে কঠিনতম হচ্ছে। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ায় মানব পাচার বছরে দেড় হাজারের ও বেশি লোককে প্রভাবিত করে বলে জানা গেছে। বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু যাদের শ্রম এবং যৌন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শোষন করে। এমন অসংখ্য কারন আছে, যেগুলোর অসহায় মানুষদের ঠেলে দিচ্ছে পাচারকারী চক্রগুলোর ফাঁদে। যেমন আমাদের দেশে ২ মিলিয়ন মানুষ বা প্রায় ১০ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিদিনের আয় ১.৯৯ মার্কিন ডলারের ও কম, প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন যুবক বাংলাদেশে বেকারত্বের মুখোমুখি। বাক স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের স্বাধীনতার অভাব; জলবাছু পরিবর্তনের কারনে বহু লোক প্রতি বছরে শরনার্থি হচ্ছে। এ কারনে ভূমিহীনতা মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে জীবিকা নির্বাহের জন্য ঝুকিপূর্ন হলেও অবৈধ পথ অবলম্বন করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করা মানুষের ঋণগ্রস্ততা গুনগত শিক্ষার অভাব। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতি, দক্ষ না হওয়ায় চাকরি সুযোগের অভাব। মেয়েদের বিবাহ দেয়া এবং শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারী সমাজের নির্ভরশীলতা, বিদ্যমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও নানাভাবে গ্রাস করে খাচ্ছে। পাশাপাশি বিদেশে যাওয়ার সময় প্রশাসনিক পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রতার এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির উপস্থিতি। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে যেমন- বিদেশে উচ্চমানের জীবনযাত্রা, ন্যায্য বেতনে চাকরির সুযোগ, বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা মানুষকে পাচারকারীদের সঙ্গে হাত মেলাতে প্ররোচিত করে। একই সাথে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মানবপাচার একটি সদা বিরাজমান হুমকি। কেননা এ জনগোষ্ঠী উন্মুখ হয়ে জীবিকার অন্বেষনে সদা ব্যস্ত। অসহায় সর্বহারা সম্প্রদায়টি অপরাধমূলক পাচারকারী চক্র ও সিন্ডিকেটগুলোর জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র। কেননা তাদেরকে সহজেই অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়ানো সহজ। মানব পাচারের মতো এমন জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য বহুমাত্রিক নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে ২০১২ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী বিচার হওয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। সেক্ষেত্রে মানব পাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিকভাবে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। মানব পাচারের মামলার সূত্র ধরে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার নারী পাচারের শিকার হয়েছে। গত ১০ বছরে আইনি প্রক্রিয়ায় ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা ২ হাজার নারীর মধ্যে ৬৭৫ জনের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্রাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। তাতে দেখা যায়, ১৬ থেকে ২০ বছরের কিশোরীরা সব চেয়ে বেশি পাচারের শিকার।

মানব পাচারের এ সংক্রমণ ব্যাধি দীর্ঘদিনের। করোনার অর্থনৈতিক প্রভাবে মানুষ আরো বেশি রকম অসহায় হয়ে পড়েছে। যার ফলে অন্তত বেঁচে থাকার তাগিদে ধার-কর্য করে মোটা অংকের টাকা ঋণী হয়ে পাচার চক্রের ফাঁদে মানুষ ধরা দিচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশির ভাগ জেলার মানুষ অবৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে ঝাপিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ বঙ্গের ও উত্তর বঙ্গের নদীভাঙ্গা এলাকার মানুষ সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও বিদেশে তার সন্তানকে পাঠাতে হবে। দেখা গেছে অনেক পরিবারের অভিভাবকরা পাচার চক্রকে বিশ্বাস করে জমি-জমা, ভিটে-মাটি বিক্রিসহ মোটা অংকের টাকা দিয়ে বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারনার শিকার হচ্ছে। কেউ সাগর পথে যেতে গিয়ে না খেয়ে মারা গেছেন, কেউ আবার জঙ্গলের লতা-পাতা খেয়ে জীবনে বেঁচে আছে। তবে আরো টাকা পাঠালে বেঁচে আসতে পারবে! এমন সংবাদ পিতা, মাতা, অভিভাবককে পাঠানোর কথা শোনা যায়। অবশেষে একুল ওকুল, আম-সালা সব গেছে অনেকের। মানব পাচারের এ নিদারুণ কাহিনী ও অমানবিক নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা যেন আর না শুনতে হয়। অপ্রত্যাশিত লাশ হয়ে যেন বাড়িতে না আসে এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষকে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

ইসরাইলে সংখ্যালঘু হত্যা

সংখ্যালঘু আরব জনগোষ্ঠীর ওপর ইসরাইলী বর্বরতা ও নির্মম হত্যাকাণ্ড নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে সে তথ্যই উঠে এসেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সালে ইসরাইলে সহিংসতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে ৯৭ জন সংখ্যালঘু আরব নাগরিক। যা দখলদার ইসরাইলী দুর্বৃত্তদের বর্বরতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

ইসরাইলের জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ সংখ্যালঘু আরব জনগোষ্ঠী। কিন্তু কয়েক বছরে দেশটিতে হত্যার বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে এই আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই। অ্যাব্রহাম ইনিশিয়েটিভ গ্রুপ নামে একটি ইহুদি আরব সংগঠনের জরিপে এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। যা রীতিমত বেদনাদায়ক। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সংগঠনটি। তাদের জরিপে দেখা যাচ্ছে, এ বছরেও ইতোমধ্যেই ৬০ জন ইসরাইলি আরব হওয়ার কথিত অপরাধে প্রাণ হারিয়েছেন।

ইসরাইলে আরব সম্প্রদায়ের যেসব মানুষ বাস করেন তারা নিজেদেরকে 'ইসরাইলের ফিলিস্তিনি নাগরিক' হিসাবে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করেন। তত্ত্বগতভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রে তাদের এবং দেশটির ইহুদি নাগরিকদের সমান অধিকার পাবার কথা। কিন্তু তারা নিয়মিতভাবেই বৈষম্যের অভিযোগ করে আসছেন। প্রতিনিয়ত তারা নানাবিধ অপরাধের ভিকটিম হচ্ছেন। ইসরাইলী দুর্বৃত্তরা তাদের ওপর প্রতিনিয়তই মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। মাদার্স ফর লাইফ নামে একটি সংস্থার অধিকারকর্মী মাইসাম জালজুলির ভাষায়, এই পরিসংখ্যান স্তম্ভিত হওয়ার মত। আগে মনে করা হতো এ ধরনের অপরাধীরা নারী এবং শিশুদের গায়ে হাত দেয় না, কিন্তু এখন আর ওরা কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। ফলে সংখ্যালঘু আবররা এখন রীতিমত নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী এ বছর যত হত্যার ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ তার মধ্যে আরবদের হত্যার মাত্র ২৩ ভাগ ঘটনায় দায়সারা গোছের পদক্ষেপ নিয়েছে। সে তুলনায় ইহুদিদের হত্যার ৭১ ভাগ ঘটনা পুলিশ সমাধান করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত প্রায় এক দশক ধরে পুলিশ ইহুদি ইসরাইলী কুখ্যাত গুন্ডা আর অপরাধীদের বিরুদ্ধে বড়ধরনের দমন অভিযান চালিয়েছে। এরপর থেকেই সংগঠিত অপরাধ চক্রগুলোর কার্যকলাপ আরব অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় বহুগুণ বেড়ে গেছে।

মূলত, এরা আরব এলাকায় তাদের নতুন ঘাঁটি গেড়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্যাংগুলো এখন আরব এলাকাগুলোয় সুরক্ষার নামে গুন্ডামি, চাঁদাবাজি করছে, তারা সেখানে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানাধরনের মহাজনি কারবার এবং অর্থ লেনদেনের একচ্ছত্র আধিপত্য গড়ে তুলেছে, মানুষজনকে হুমকি দিচ্ছে এবং লোকদের ব্লাকমেইল করছে। বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন ইসরাইল কর্তৃপক্ষ। ফলে আবর জনগোষ্ঠীর ওপর নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু ইসরাইলী সরকার সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষায় কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আর সরকারের এই নির্লিপ্ততার সুযোগেই অপরাধীচক্র বেপরোয় হয়ে উঠেছে।

অবশ্য ইসরাইলের বর্তমান জোট সরকারে এই প্রথমবারের মত একটি ইসলামপন্থী আরব পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা দৃশ্যত ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। এই সরকার সামগ্রিক সব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি কতখানি রক্ষা করে এবং অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতখানি উদ্যোগী হয় আর সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে- মূলত তাই এখন দেখার বিষয়। কারণ, ইসরাইলীদের অতীত রেকর্ড খুব একটা সুখকর নয়। তাই এই বিষয়ে খুব একটা আশাবাদী হওয়ার সুযোগ নেই।

যুব সমাজকে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ছোবল থেকে উদ্ধার করতে হবে

মতিউর রহমান আকন্দ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বের যে কোন পরিবর্তনে যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সমগ্রামে যুবকদের ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। যে দেশের যুবকরা কর্মঠ, সাহসী, দৃঢচেতা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ সে দেশ পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের যুব সমাজ আজ নানা দিক থেকে সংকটে নিপতিত। বিশেষ করে অপসংস্কৃতির সয়লাব, প্রকাশ্যভাবে যুবতী নারীদের অর্ধনগ্ন দেহ প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র, নাটক ও অভিনয়ে মাত্রাতিরিক্ত নগ্নতা যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের উপাদান হিসেবে কাজ করছে। সেইসাথে মাদকের ভয়াবহ ছোবল যুবকদের অপরাধ প্রবন করে তুলেছে। এর কুফল সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মাদকসক্ত সন্তানের হাতে পিতা মাতা হত্যার নির্মম ঘটনা ঘটছে। অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়েও হত্যার নত ঘটনা ঘটছে। পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবককে তার বিবাহিত স্ত্রীকে খুন করার মত ঘটনাও ঘটছে। ইদানিং যুবকদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের যুব সমাজ আজ ভয়ানকভাবে বরদগ্রস্ত। এর কারন অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। বর্তমানে কিছু ঘটনা গোটা দেশে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তা নিয়ে সচেতনমহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অতি সম্প্রতি বিনোদন

অঙ্গনের নানান ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক লেখালেখি হচ্ছে। আইন-শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার অভিযানের দৃশ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় লাইভে দেখানো হয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যেখানেই অভিযান চালিয়েছে সেখান থেকেই বিপুল পরিমান মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইন-শৃংখলা বাহিনীর প্রেস বিফিং-এ অপরাধের অনেক ধরনের ডালপালার তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

সম্প্রতি যারা আটক হয়েছেন, তাদের বিষয়ে অনুসন্ধিৎস্যু যে সব রিপোর্ট গণমাধ্যমে এসেছে তাতে গোটা জাতি হতবাক। পত্রিকার খবরগুলো আমি গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার চেষ্টা করেছি সেই সাথে অপরাধের মাত্রা, বিস্তৃতি কতটা ব্যাপকতা লাভ করেছে তা বুঝার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি ঘটনা আমার বিবেককে দংশন করেছে। চরিত্রবিধ্বংসী নানা ঘটনা, অনৈতিক কর্মকান্ড, অবৈধ পন্থায় অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার লোমহর্ষক ঘটনায় দেশের সচেতন মহল উদ্বিগ্ন।

অপরাধের বিস্তৃতি কিভাবে ঘটে তা চলমান ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায়। সমাজের অনেক ক্ষমতাবান বিত্তশালী লোকের সঙ্গে এসব অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের যোগাযোগ, তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছিল যে আইন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাদের বেপরোয়া আচরন লাইভ দেখা গিয়েছে।

কারণ গ্রেফতার অভিযানের সময় অনেককে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নাম উচ্চারণ করতে দেখা যায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও বিচার চাওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। গণমাধ্যম বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। দর্শকেরা অত্যন্ত আগ্রহভরে গ্রেফতারকৃতদের ঘর থেকে উদ্ধারকৃত নানা রকম বিদেশি মদ দেখেছে। প্রচলিত আইনে মদ যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে তাদের বাড়িতে কীভাবে মদের পাহাড় গড়ে উঠল, তার সহজ সরল উত্তর জানতে চায় দেশের সাধারন মানুষ। আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হলে আমরা এ রকম অনেক সংকট থেকে রক্ষা পেতাম।

প্রতিদিন খবরের কাগজে মদ, মাদক দ্রব্য, অস্ত্র, সোনা চোরাচালান ও ভারতীয় মুদ্রা তৈরীর যেসব খবর প্রচারিত হয়েছে তাতে বুঝা যাচ্ছে একটি অপরাধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে। তার সাথে সমাজের উচ্চ শ্রেনীর একটি অংশ জড়িত। দেশের তরুন যুবসমাজ নৈতিক অবক্ষয় ও মাদকাসক্তির সাথে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে তাতে দেশের অভিভাবক মহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

রাজধানীর অভিজাত এলাকায় অবৈধ কারবার পরিচালনার জন্য ভয়াবহ সিন্ডিকেট গড়ে তোলেছে একটি বিশেষ চক্র। তারা নিয়মিত মদের ও নানা অপকর্মের আসর বসাতো। এসব আসরে ধনিক শ্রেনীর যুবক ও ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করা হতো। মাদক সেবনের মাধ্যমে তারা তাদের আসরকে মাতিয়ে রাখতো। নানা কেলেংকারীর সাথে তারা জড়িত। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন কারীরা মাঝে মাঝেই দেশের বাইরে গিয়ে অনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতো। বিদেশী মদ আমদানী করেছে তারা বাধাহীনভাবে তাদের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের ভয়ানক মাদকের ছোবল এখন বাংলাদেশে। এল এসডি, ডি এমটি, আইস, কোকেন, এন পি এস নামের ভয়ংকর মাদক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে রাজধানী সহ সারাদেশে (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ জুলাই ২০২১)। অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন হ্যালুসিনেজিক ড্রাগ ব্যবহারে আসক্তরা সহিংস আচরনে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংঘটিত করে। মাদক আইস হলো ইয়াবার পরবর্তী ভার্সন। এটি ইয়াবার চেয়ে বেশি ক্রেজি। বাংলাদেশে আসা ভয়ংকর মাদক এল এস ডি। ভয়াবহতার দিক থেকে পশ্চিমের এ মাদকটিকে বলা হয় 'লাস্ট স্টেজ অব ড্রাগ'। এ মাদকটি নেদারল্যান্ডস থেকে আসে কুরিয়ার সার্ভিসে। এল এস ডি মাদক মানুষের অনুভূতি পাল্টে দেয়; মাদক গ্রহনকারীর ভিতরে অলীক বা কাল্পনিক ভাবনা বা অনুভবের সৃষ্টি করে। মাদকটি গ্রহন করার পর সেবীরা ভাবতে থাকেন যেন আকাশে উড়ছেন। এল এস ডি মাদকে আসক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী গলায় দা চালিয়ে দেয়ার পর মাদকের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সামনে আসে। উচ্চবিত্ত ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এ মাদক। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পরিবারে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের মহাপরিচালক বলেছেন: 'ক্রিস্টাল মেথ বা আইস এবং এল এস ডি শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর।'

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৯ ভাগ বয়সে তরুন। মাদক ব্যবসায়ীরা কর্মক্ষম এ তরুন জনগোষ্ঠীকে ভোক্তা হিসেবে পেতে চায়। গবেষণায় দেখা গেছে মাদকে আসক্তের শতকরা ৮০ ভাগই কিশোর ও তরুন।

পত্রিকায় প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী সারাদেশে মাদক সেবনকারীরা প্রতিদিন ২০ কোটি টাকার নেশা গ্রহন করছে। বছরে নেশা গ্রহনের পরিমান ৭ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা। মাদক খাতে বছরে লেনদেন হয় ৬০ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর মাদক আমদানীতে বিদেশে পাচার হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশী (দৈনিক যুগান্তর-২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী)। বাংলাদেশ আজ মাদকের অবাধ বিচরন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে।

বিনোদনের অন্তরালে, মাদকের ছড়াছড়ি, অনৈতিক ও চরিত্র বিধ্বংসী কর্মকান্ড, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন, যুব সমাজের একটি বড় অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। এসব এখনই বন্ধ করতে হবে। আমাদের যুব সমাজকে উদ্ধার করতে হবে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ভয়াবহ ছোবল থেকে।

আমরা যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী তাদেরকে অনুভূতিপ্রবন ও দরদী মন নিয়ে ইসলামী শরীয়াহর নির্দেশনার আলোকে সর্বত্রই বিশেষ করে যুবসমাজের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা বাড়াতে হবে। কেয়ামতের দিন যেন আমরা আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারি যে আমরা সতর্ক ও সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলাম। করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দেশ সমাজ ও দেশের মানুষকে হেফাজত করুন। আমীন॥

আসুন পরিত্রাণের জন্য তাওবা করি

অধ্যক্ষ মোঃ শাহাব উদ্দিন

মানবজাতি আজ এক বড় বিপদের সম্মুখীন। কোভিড-১৯ ভাইরাসের মত একটানা এত দীর্ঘ সময় অন্যকোন ভাইরাস অতিক্রান্ত হওয়া ইতিহাসে জানা যায় না। এখনও বলা যাবেনা এর আক্রমণ থেকে মানুষের মালিক আল্লাহ কবে পরিত্রাণ দিবেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন ইচ্ছায় এবং তাদের জন্য এ পৃথিবীতে যা কিছু প্রয়োজন, নিয়ামত হিসেবে তা ভরপুর করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পর পরজগতে চিরদিনের আবাসস্থলে যা কিছু প্রয়োজন তাও তিনি ঘোষণা করেছেন। তবে সেখানে চিরসুখ ও চির যন্ত্রণার নিবাস। সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, ব্যথা-বেদনা-বিরহ, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, মান-অভিমান, আনন্দ-উল্লাস, চিত্ত বৈভব, বিলাসী জীবন ও ধনসম্পদের মালিক হয়ে অথবা দীনহীনভাবে কয়েকদিনের এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে স্রষ্টার নিকট চলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে। এটিই স্বাভাবিক, এটি বাস্তব। এর ব্যতিক্রম ঘটানোর কারো কোন শক্তি নেই।

সকল মানুষকে আল্লাহ তাঁর ইবাদত তথা তাঁর নির্দেশমত জীবনকাল অতিবাহিত করার জন্য সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের চলার জন্য জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে নাজিল করেছেন। দীন বাস্তবায়নের জন্য নবী রাসূলগণকে (আ:) পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর পাঠানো শেষ কিতাব আল কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়ার ইতিহাসের যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় সকল মনুষ আল্লাহর কথামত জীবন যাপন করেনি এবং বর্তমানেও করছেনা। আল্লাহ মানুষকে তার চলার স্বাধীনতা (Freedom) ও ইচ্ছাশক্তি (freewill) দিয়েছেন। বিধায় কেউ আল্লাহর কথা মানতেও পারে নাও পারে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে ক্ষমতা ব্যবহার করে কিংবা তাঁর নবী রাসূলগণের (আ:) কেউ জবরদস্তি করে তাঁর কথা মান্য করাতে নির্দেশ দেননি।

আল্লাহ মানুষকে সবকিছু বুঝার জ্ঞান দান করেছেন, কিসে ভাল কিসে মন্দ তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এবং কোনটিতে কি ফল তাও বলার অপেক্ষা রাখেননি। আল্লাহ আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর তিনিই একমাত্র মালিক। মানুষ ও জিন ছাড়া আর যত সৃষ্টি তারা সবাই আল্লাহর বিধিনিষেধ মান্য করে চলে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধিনিষেধ শুধু নিজ ইচ্ছায় পালন করে চলছে। তা আমাদের আত্ম বিশ্লেষণের বিষয়।

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর গোলাম হিসেবে এ দুনিয়ার জীবন শেষ করার কথা। গোলামী করতে আল্লাহর বিধিবিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু না থাকলে তা সকল স্তরে চালু করতে হবে। এটাই ইসলামী আন্দোলন। জন্মের দ্বিতীয় পরিচয়, মানুষ হলো আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে বিধিবিধান চালুর কাজ করা ফরয। এটাই বৃহত্তম ইবাদত। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর যারা শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) এর ২৩ বছরের জীবন পুরাপুরি গ্রহণ করতে না পারবে তাদের পরিচয় আল্লাহর ঐ ঘোষণার সাথে খাপ খাবে না। জন্মের দুটি উদ্দেশ্য যারা গ্রহণ করতে পারবে না তারা আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্তও হতে পারবে না। এই দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেছে। এক শ্রেণী আল্লাহর পক্ষে অন্য শ্রেণী আল্লাহর বিপক্ষে। জন্মের

উদ্দেশ্য অনুসারে আমল করে আল্লাহর পক্ষ এবং অমান্য করে আল্লাহর বিপক্ষ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

মানুষ কি পারবে আল্লাহর সাথে Challenge দিয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু করতে? সে কি সীমাহীন ক্ষমতার মালিক? সে কি আল্লাহর মত জ্ঞানী না নির্বোধ? মানুষ কি সৃষ্টি, না স্রষ্টা? মানুষ তার সকল শক্তি দিয়ে কি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে? কখনই না। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন কিন্তু মানুষ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি? এই ভয়াবহ মহামারিতে মানব জাতিকে একবার ভেবে দেখা দরকার। আল্লাহ আল কুরআনে বলেছেন, তাঁর এ জমিনে একমাত্র তারই হুকুম (আইন) চলবে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর আইন সৃষ্টির উপর চলবে। সূরা ইউসুফ-৪০, আরাফ-৫৪।

আল্লাহর আইন না মানলে তাকে তিনি কাফের ও আবাধ্য বলেছেন, যারা না মেনে বিকল্প পথ মানছে তারা মোশরেক হচ্ছে আর যারা আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করছে অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তারা তাগুত হিসেবে কাজ করছে। তাগুত হলো সীমালংঘনকারী। অপরদিকে ঈমানদাররা এ ধরনের কাজ করলে তারা মুনাফিক নামেই আখ্যায়িত হবে। মানুষ আল্লাহর সাথে যে আচরণই করুক না কেন, তিনি তার সর্বোচ্চ গুণসমূহের কারণে কোন ক্ষেত্রেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। তাঁর বিরুদ্ধে চললেও তিনি তাকে জোর করে তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে বাধ্য করেন না। বরং এত কিছুর পরও তিনি দুনিয়াবী তার সকল চাহিদা পূরণ করে থাকেন। তাঁর মহানুভবতার কারণে তার বান্দাদের সংশোধনের জন্য মাঝে মধ্যে সতর্ক করার জন্য কিছুবিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকেন। আর ঈমানদারদের জন্য ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমে মজবুত ঈমানের অধিকারী করতে নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকেন। এ বিষয়ে সূরা বাকারা-১৫৫ নং আয়াত উল্লেখ্য। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি আছে। আমাদের জানা দরকার কোন বিপদ আপনা আপনি আসে না বরং আল্লার নির্দেশেই আসে। এমন অবস্থায় আল্লাহর নিটক আত্মসমর্পণ করে ভুল ভ্রান্তির জন্য যে অপরাধ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সা.) অনেক আশার বাণী দিয়েছেন। আল্লাহ বিরোধী তাগুতি শক্তি সীমা অতিক্রম করলে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত কোন কোন সময় তাঁর সুন্নত মোতাবেক ধ্বংসকার্য সম্পাদন করে থাকেন। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন অপরাধ নেই যা মানবজাতি করছেনা। আল্লাহর সাথে Challenge দিয়ে মানুষ পৃথিবীকে নিজ ইচ্ছায় পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাঁর সার্বভৌমত্বের উপর মানুষ নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পাল্লা দিয়ে চলছে। অন্যায় অবিচার, যুলুম, নির্যাতন, খুন খারাবি, অপহরণ, মিথ্য সাক্ষ্য, প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ, আমানতের খেয়ানত, ধন সম্পদ লুটতারাজ, পরের হক নষ্ট করা, যিনা ব্যভিচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি, সুদ-ঘুষ এবং পশুর অধম অপকর্ম যেমন সমকামিতার আইনের আশ্রয়ে নারীতে নারীতে, পুরুষে-পুরুষে মিলন, একজন মহিলার একাধিক স্বামী গ্রহণ, বিবাহপূর্ব বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ডের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদার স্বাদ গ্রহণ এ পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে পৌঁছেছে।

মানুষ আল্লাহর মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ চালু করে এ পৃথিবীকে অশান্ত করে কুফরী পরিবেশ চালু করেছে। ঈমান নিয়ে ঈমানদারদের বাঁচা কঠিন হয়ে পড়েছে। আইন ও পরিবেশের কারণে বাধ্য হয়ে গুনাহের কাজ করতে হচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদ আপদ অতীতে এসেছে ভবিষ্যতেও আসতে পারে।

বান্দারা যদি এ নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বা গালমন্দ করে কিম্বা মোকাবেলা করার মত শক্তি প্রদর্শনের কথা বলে তাহলে তা হয় আল্লাহর সাথে অসদাচরণ ও শক্তির Challenge বুঝায়। আমরা মানুষকে এ ধরনের আচরণ করতে দেখছি। ভাল মন্দ ঈমানদার ও বেঈমান সকল শ্রেণীর মানুষ এ পৃথিবীতে পাশাপাশি বসবাস করছে। যাদের কারণেই হোক পৃথিবীর পরিবেশ মন্দ হলে এবং সংশোধন বা ধ্বংস করার প্রয়োজন হলে আল্লাহর যে কোন গযব বা মহামারি সকলের উপরই তা বর্তাবে এবং তাই স্বাভাবিক। তবে ঈমানদারদের জন্য একটি শুভ সংবাদ আছে তাদের মৃত্যু হলে তারা শাহাদাতের মর্যদা লাভ করতে পারে বলে রাসূল (সা.) বলেছেন।

অতীতে যে সব অপরাধের কারণে আল্লাহ কোন জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, বর্তমানেও ঐ সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ এর প্রতিশোধ না নিয়ে বরং সংশোধনের জন্য বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস নামক মহামারি দিয়ে সাবধান করছেন। মানুষ যাতে সংশোধন হয়ে তার পথে ফিরে এসে কল্যাণ লাভ করতে পারে, তিনি তাই চান। মানবজাতির এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন এই মর্মে যে, যারা নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করছে তারা কতটা দুর্বল। আণবিক শক্তির মালিক হয়েও একটি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভাইরাসের নিকট কুপোকাত হয়ে পরেছে। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক (Preventive) টিকা আবিষ্কার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তারপরও অনেক Variant আছে যা নিয়ে নতুন নতুন ওষুধের চিন্তা করতে হচ্ছে। অপরদিকে আরোগ্যক্ষম (Curative) টিকা বা ওষুধ তৈরি করা এখনও নিশ্চয়তার অনেক দূরে অবস্থান করছে।

আল্লাহ যদি চান তাহলে আরো অন্য ভাইরাস বা রোগ অথবা বিপদ দিয়ে মানুষের ক্ষমতার Challenge এর জবাব দিতে পারেন। মানুষকে এ সত্যটি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের কি ঐ Challenge মোকাবেলার শক্তি আছে? ঈমানদাররা কি এই মহামারি বিপদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) পরিচয় পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করতে পারে না?

আল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে জলে-স্থলে যেকোন ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হোক তা মানুষের দুই হাতের কামাই। তিনি (আল্লাহ) তাদের কতিপয় কাজকর্মের জন্য তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, সম্ভবত তারা (সে সব কাজ থেকে) ফিরে আসবে। সূরা রূম-৪১

তাহলে আজ এই পৃথিবী যে বাস অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এর জন্য দায়ি কি স্রষ্টা না আমরাই? এ অবস্থায় মালিক তার জমিনে যার যা ইচ্ছা তাই করুক তা ছেড়ে দিয়ে রাখবেন? আল্লাহ দয়াবান তাই মানবজাতি সীমালংঘন করার পরও কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বরং দরদ দিয়ে সংশোধন করার জন্য পিতামাতা সন্তানদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনে যেমন ছোট খাট চড় থাপ্পর দিয়ে শাসন করে থাকে। আল্লাহ এ ক্ষেত্রে তেমনি আচরণ করছেন। তিনি চান এর মাধ্যমে বান্দা অনুতপ্ত হয়ে আমল সংশোধন করুক।

তিনি চান তার বান্দারা তাঁর পথে ফিরে আসুক। ফিরে আসার জন্য অনেক দোয়া দরুদ কুরআন হাদীসে উদ্ধৃত আছে। ফিরে আসার সবচেয়ে বড় অস্ত্রটি হল তওবা ইস্তেগফার করা। এই মহামারির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবং গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণের জন্য আসুন আমরা মন্দ আমল বন্ধ করি ভাল আমল করার চেষ্টা করি এবং সর্বাগ্রে তাওবা ইস্তেগফার করি। এভাবেই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নির্দেশ করেছেন। একটি দোয়া ইস্তেগফার এরকম-আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহে। অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি ঐ আল্লাহর ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তার কাছেই (তওবা করে) ফিরে আসি।

আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে বিবৃতি

কার্যত আজ বাংলাদেশের মানুষের সকল অধিকার গুম হয়ে গিয়েছে

- ডা. শফিকুর রহমান

৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৮ আগস্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস। বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর তথ্যানুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মোট ৬ শতাধিক মানুষকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা অপহরণ করে গুম করেছে। এদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৭৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। ৮৯ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৫৭ জন ফেরত এসেছে। অন্যদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য গণমাধ্যম সূত্রে এখনো জানা যায়নি। এ পর্যন্ত অজ্ঞাত স্থান থেকে যারা ফিরে এসেছেন তারা কেউই অপহরণকারীদের ব্যাপারে মুখ খোলার সাহস করেননি। অনেকে ফিরে আসার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

যাদের গুম করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের পুত্র সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমী, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নির্বাহী পরিষদ সদস্য শহীদ মীর কাসেম আলীর পুত্র সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আরমান আহমদ বিন কাসেম, হাফেজ জাকির হোসাইন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা আল মোকাদ্দাস ও মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ এবং বিএনপি'র নেতা জনাব ইলিয়াস আলী ও সাবেক কমিশনার চৌধুরী আলম প্রমুখ।

যারা গুম হয়েছেন তাদের পরিবার-পরিজন অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। অনেকেরই পিতা-মাতা এবং স্ত্রীসহ আপনজন শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকার গুম হওয়া

ব্যক্তিদের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন সাংবাদিক সম্মেলন করে আপনজনকে পরিবারের নিকট ফেরত দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কার্যত আজ বাংলাদেশের মানুষের সকল অধিকার গুম হয়ে গিয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার বলতে দেশে কিছুই নেই। অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসাসহ মানুষের সব ধরনের অধিকার হরণ করেছে বর্তমান সরকার। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আমীরে জামায়াতের বিবৃতি

পবিত্র আশুরার দিনটি মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়

মহররম পবিত্র আশুরা উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা: শফিকুর রহমান ১৯ আগস্ট নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেনঃ

"সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পবিত্র আশুরার দিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। ১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দৌহিত্র হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা মুসলিম জাতির ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আজও মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় কারবালার ঘটনা স্মরণ করে আবেগ আপ্লুত হয়।

হযরত হোসাইন (রাঃ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে সেদিন কারবালা প্রান্তরে পরিবার-পরিজন নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। রাসূল (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তাঁর সাহাবীদের প্রবর্তিত খেলাফতি শাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। ইসলামী খেলাফতের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপোষ না করার কারণেই কারবালার ঘটনা ঘটেছিল। কারবালার ঘটনা আমাদেরকে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করার কথাই শিক্ষা দেয়।

আজকে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যে শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন চলছে তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করার কথাই দশই মহররমের ঘটনা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। কারবালার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে সেই সংগ্রামী চেতনা ধারণ করে আমরা যদি অন্যায়, অসত্য, শোষণ, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারি তাহলেই মুহররমের আলোচনা সার্থক হবে এবং হযরত হোসাইন (রা:)-এর শাহাদাতের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।"

নৌকা ডুবিতে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ এবং স্বজনদের পাশে দাঁড়াতে আমীরে জামায়াতের আহবান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় তিতাস নদীতে যাত্রীবাহী ও বালুবোঝাই দুটি ট্রলারের সংঘর্ষে ২২ জনের লাশ উদ্ধার এবং অর্ধশতাধিক লোক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৮ আগষ্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "২৭ আগষ্ট বিকেল সাড়ে ৪টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার চম্পকনগর ঘাট থেকে শতাধিক যাত্রী নিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার সদর উপজেলার আনন্দবাজার ঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে লইসকা বিল এলাকায় বিপরীত দিকে থেকে আসা একটি বালুবাঝাই ট্রলারের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে যাত্রীবোঝাই ট্রলারটি ডুবে যায়। ট্রলারডুবির ঘটনায় এ পর্যন্ত নারী ও শিশুসহ ২২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং অর্ধশতাধিক লোক এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করুন।

ট্রলারডুবির কারণ উদঘাটন করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় যারা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন তাদের উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

আফগানিস্তান থেকে শিখার আছে অনেক কিছু...

- ডা. শফিকুর রহমান

আফগানিস্তানের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন। পোস্টে তিনি বলেন, "আফগানিস্তানে মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে জাতিসংঘ হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। তারা বলেছে, তীব্র খাদ্য সংকট, বাস্তুচ্যুতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে আফগানিস্তানে ভয়ংকর মানবিক সংকট দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় এখনই বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।

জানার বিষয়, খাদ্য সংকট, বাস্তুচ্যুতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই করুণ অবস্থা কি অতি সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে?

গত ২০ বছর তাহলে আফগানিস্তানে এসব কিছুই হয়নি? বহুপাক্ষিক আক্রমণে লাখো মানুষ বোমা আর গুলির আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়নি? এমনকি কখনো কখনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বোমার আঘাতে অসংখ্য জীবন ঝরে পড়েছে। তাও কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা। সন্ত্রাস দমন আর সুশাসন কায়েমের আশ্বাস দিয়ে বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশ পুরো ২০ বছর জুড়ে আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাদের কোন দায় আছে কিনা? আজ সে আত্মপর্যালোচনার খুবই প্রয়োজন।

যারা আফগানিস্তানে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের সশস্ত্রবাহিনী ও কর্মকর্তাদেরকে আফগান হয়েও সেবা ও সহযোগিতা করেছিলো, আজ ঠিকই সেই বিপুল সংখ্যক মানুষকে আফগানিস্তানে ফেলে রেখে বিদেশিরা তাদের সৈন্যসামন্ত আর লোকজন নিয়ে চলে গেছে।

বিশ্ব যেন আগামীতে আর কোন আফগানিস্তানের বেদনাদায়ক এ দৃশ্য আর না দেখে।"

কাবুল বিমানবন্দরে বোমা হামলায় নিহতদের প্রতি আমীরে জামায়াতের গভীর শোক

আফগানিস্তানের কাবুল বিমানবন্দরের হামলার ঘটনায় নিহত ও আহতদের প্রতি শোক জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন।

তিনি বলেন, "কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে গতকাল বৃহস্পতিবারের আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৬০ জন নিহত ও ১৪০ জন আহত হয়েছেন। বিমানবন্দরের অ্যাবি গেট যেখানে মার্কিন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা অবস্থান নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, তার ঠিক বাইরে এই বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত ও আহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই হামলাকে কাপুরুষিত, অন্যায় ও জঘন্য অপরাধ বলে আমরা মনে করি। নিঃসন্দেহে এটি একটি জঘন্য নিন্দনীয় অপরাধ। যেখানে বিশ্বের প্রতিটি দেশ তালেবানের বেঁধে দেয়া সময়সীমার ভিতরেই নিজেদের সৈন্য এবং জনগণকে সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত, ঠিক এ সময়ে এ ধরনের একটি ঘটনা আফগানিস্তানের জনগণের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে গেলো। আল্লাহ্ পাক মেহেরবানী করে এই দেশ ও জাতিটাকে হেফাজত ও সাহায্য করুন। আমীন।।"

হাইতিতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে আমীরে জামায়াতের গভীর শোক

ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্র হাইতিতে এক শক্তিশালী ভয়াবহ ভূমিকম্পে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা: শফিকুর রহমান ১৭ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেনঃ-

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "হাইতির স্থানীয় সময় ১৪ আগস্ট শনিবার ৭.২ মাত্রার এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত অন্তত ১,৪১৯ জন লোক নিহত ও ৬৯ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। এতে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হোটেলসহ ৮৪ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে আমি আমার নিজের এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে হাইতির সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে হাইতির জনগণের জানমালের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমি আশা প্রকাশ করছি হাইতির সরকার ও জনগণ শীঘ্রই এ বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

আমি হাইতির এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের পরিবার-পরিজন ও আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সাথে আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের ইন্তিকালে শোক

তাঁর ক্ষুরধার লেখনি তরুণ ও যুব সমাজকে দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে

- ডা. শফিকুর রহমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও কলাম লেখক প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৫ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, বিশিষ্ট কলামিস্ট, কিংবদন্তি দার্শনিক, গবেষক, সমাজ চিন্তক এবং ইসলামিক ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ ১৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মওলার ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে জাতির জন্য অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হয়েও তিনি সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দিয়ে জাতিকে পথ দেখিয়েছেন এবং জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি দেশপ্রেমিক তরুণ ও যুব সমাজকে আলোড়িত ও দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আজীবন সত্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে গিয়েছেন। মহান রব তাঁর শূন্যতা পূরণ করে দিন।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ গোলামের সকল নেক খেদমত কবুল করুন। তাঁর গুনাহখাতাগুলো মেহেরবানী করে মিটিয়ে দিন। পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তাঁর জন্য শান্তি, রাহমাহ, মাগফিরাহ ও বারাকার চাদরে ঢেকে দিন। আবরার বান্দাদের মধ্যে কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস ও আলা দারাজাহ দান করুন। তাঁর শোকাহত স্বজনদের এবং সহকর্মীদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরে জামিল দান করুন। আমীন।

আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর ইন্তিকালে শোক

জাতি একজন অভিভাবককে হারালো

---ডা. শফিকুর রহমান

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক আমীর, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৯ আগষ্ট এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক আমীর, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আলেমকুল শিরোমণি, এ দেশের তওহিদী জনতার হৃদয়ের মনি, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ১৯ আগষ্ট দুপুর সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি সবসময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দেশব্যাপী অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি হজারো আলেমের ওস্তাজ। দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে যারা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দেশে ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দুন প্রতিষ্ঠায় তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা তাঁকে আজীবন স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর ইন্তেকালে জাতি একজন অভিভাবককে হারালো। আমরা তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সুধী-শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম নসিব করুন।

আল্লামা বাবুনগরীর জানাজায় অশ্রুসিক্ত লাখো মানুষ

অশ্রুসিক্ত লাখো মানুষের অংশগ্রহণে হেফাজতে ইসলামের আমির হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষা পরিচালক আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০২১ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হাটহাজারী মাদরাসা মাঠে নামাজে জানাজা শেষে মাদরাসার কবরস্থান 'মাগবারায়ে জামেয়ায়' হেফাজতের সাবেক আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ:)-এর পাশেই তাকে দাফন করা হয়। নামাজে জানাজার ইমামতি করেন হেফাজত ইসলামের নতুন আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।

নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা: শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, বেফাকের সভাপতি ও হাইয়াতুল উলইয়ার চেয়ারম্যান মজলিসে দাওয়াতুল হকের আমির আল্লামা মাহমুদুল হাসান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালাউদ্দিন আইউবী, জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগর আমির মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, মহানগর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সেক্রেটারি আলাউদ্দীন সিকদার, মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদি, মাওলানা আব্দুল হালীম মধুপুরী, মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, মুফতি মুহাম্মদ আলী, মুফতি হুমায়ুন আইয়ুব, মাওলানা গাজী সানাউল্লাহ, সাইমুম সাদী, ড. এনায়াতুল্লাহ আব্বাসীসহ বিভিন্ন দলের কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম অঞ্চল মহানগর, জেলা উপজেলার নেতৃবৃন্দসহ লাখো জনতা।

চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীলদের সাধারণ অধিবেশন

সহজ সরল দায়িত্বশীলদের ভূমিকাই ময়দানে বেশি কার্যকর-ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, চট্টগ্রাম মহানগরী বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাসের এক ঐতিহ্যের নাম। ইসলামের প্রবেশদ্বার হিসেবে সারাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার এক আবেগের ঠিকানা বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। অনেক শহীদের রক্তস্নাত এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইদের নিয়ে আজকের অধিবেশন। তিনি বলেন, এ জমিনের ঐতিহ্য ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই দায়িত্বশীলদের যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে দাওয়াতের ময়দানকে খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়ে গণভিত্তি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করাই প্রধানতম কাজ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সহজ সরল জীবনের অধিকারী দায়িত্বশীলের পক্ষে ময়দানে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া একমাত্র সম্ভব। তাই একজন যোগ্য দা'য়ীর পাশাপাশি দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তিনি দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান জানান।

৩০ আগস্ট ২০২১ সোমবার বিকেলে জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীলদের ২য় সাধারণ অধিবেশনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মুহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক উপাধ্যক্ষ আব্দুর রব। মহানগরী সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর নায়েবে আমীর আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ ও মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বাশার প্রমুখ।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত

ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে রুকনিয়াতের শপথের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে - ডা. শফিকুর রহমান

১৮ আগস্ট ২০২১ বুধবার কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আয়োজনে ভার্চুয়ালি এক রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমীরে জামায়াত ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে রুকনদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইবরাহিম আঃ যেভাবে ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হতে পেরেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আমাদের-আপনাদেরকেও ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হবে। যদি আমরা রুকনিয়াতের শপথের মর্যাদা রক্ষা করতে পারি, তাহলে আশা করা যায় আমরাও মহান রবের প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

রুকন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর খন্দকার একেএম আলী মুহসিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল হাশেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল পরিচালক জনাব মোবারক হোসাইন ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী মাওলানা আজিজুর রহমান।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইনসাফভিত্তিক সমাজ কায়েম করতে হবে---ডা. শফিকুর রহমান

করোনার ভয়াবহতা পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। করোনায় এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে চুয়াল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। মানুষ আজ বড়ই অসহায়। আমরা অবাক হয়ে দেখি যে, দুর্যোগকালেও জুলুম-নির্যাতন থামেনি, লুটপাট কমেনি, অসহায় মানুষের পাশে সরকার যথার্থভাবে পাশে দাঁড়ায়নি। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ছাড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মহানবী (সাঃ) সহ সকল নবীদের কে আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখার জন্য প্রেরণ করেছেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নবীগণ ইসলামী আন্দোলন করেছেন। সর্বশেষ প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনায় ইসলাম কায়েমের মাধ্যমে মানবতাকে গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছেন। এ জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। নরসিংদী জেলা শাখা জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত দায়িত্বশীল সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান এ কথা বলেন। নরসিংদী জেলা শাখার আমীর মাওলানা মোছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। আরো বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব সাইফুল আলম খান মিলন, এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য জনাব আব্দুল জাব্বার ।

আমীরে জামায়াত বলেন, ইসলামী জীবনাদর্শের কোনো ক্ষয় নেই। কোনো প্রতিবন্ধকতা এর গতি রোধ করতে পারে না। আমরা ঈমানের মজবুতি নিয়ে এগিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবেন। তিনি করোনা মহামারিতে মানুষের পাশে থেকে সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণে পবিত্র আশুরার আলোচনা সভা

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই আশুরার প্রকৃত শিক্ষা

- অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, মুসলিম উম্মাহর জন্য ১০ মহররম পবিত্র আশুরায় রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। মুক্তি ও নাজাত দিবস হিসেবেও কুরআনে আশুরার তারিখটি বর্ণিত হয়েছে। এই দিনে মূসা (আ:) ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। আবার এই দিনেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী সৃষ্টিসহ ১০ জন নবী ও রাসূলকে বিভিন্ন নিয়ামত দান ও বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই মহররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে রোজা রাখার বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (সা:) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন ও মুসলমানদের রোজা পালনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। রমযানের রোজা রাখার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোজা হচ্ছে এই আশুরা বা মহররমের রোজা রাখা। এছাড়াও স্বৈরাচার ও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে আশুরা এক ঐতিহাসিক বিপ্লবের দিন। আশুরা আমাদেরকে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রতিবাদের চেতনা ধারণ করে জীবনের বিনিময়ে হলেও অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। কারবালার ঘটনায় প্রমাণিত যে, স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত করার পরিবর্তে নিজের গর্দান বিলিয়ে দেয়াও অনেক বড় মর্যাদার। আজ আফগানিস্তানে শরীয়াহ বিপ্লবে যারা বিজয় লাভ করেছেন তাদের জন্য অবশ্যই আমাদের দোয়া থাকবে। আমরা প্রত্যাশা করি যে, ইসলামের সঠিক পন্থায় তারা দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

১৯ আগস্ট ২০২১ বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত পবিত্র আশুরার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নুরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি আবদুল জব্বার, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সবুর ফকির।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, হক কথা যেটা আপনি জানেন তা বলবেন এটাই মূলত ঈমান। হকের পক্ষে সত্যের পথে ইমাম হুসাইনের পরিবারের ৭০ জন ছিলেন এবং তারা ইয়াজিদের কাছে মাথা নত না করে বাতিলের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা দেখান। আজ তাজিয়া মিছিলে রক্ত ঝরানো হচ্ছে, এটা প্রকাশ্য শিরক। যা মহাপাপ, এজন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। ইসলামে এসব ক্ষতিকর কুসংস্কার কখনোই ধর্ম হতে পারে না। আমাদের অন্য ধর্মের সংস্কৃতি, কথাবার্তা, নিয়ম-রীতি পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বৈরশাসনের জন্য আজ বাংলাদেশের মর্যাদা বিশ্বের কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। অপসংস্কৃতি ও মোবাইল গেমের ফাঁদে তরুণ-যুবকেরা আজ দিশেহারা। ছাত্রদের লেখাপড়ার পরিবেশ ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এসব থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ রাষ্ট্র সমাজ পরিচালিত হলেই কেবল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। তাই হক বা ন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের মোকাবেলায় দেশের সকল নাগরিকদের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ইসলামের ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ আশুরা বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জে সমৃদ্ধ হলেও সর্বশেষে সংঘটিত কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতই এ দিবসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মূলত আশুরার এই দিনটিই ইতিহাসে অধিক স্মরণীয়। ইমাম হোসাইন (রা:) নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন তবুও ইয়াজিদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এমন আত্মোৎস্বর্গের ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে নজীরবিহীন। যারা অত্যাচারী ও মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তাদের মোকাবেলায় সব সময় শাহাদাতের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পেশ করতে হয়েছে। রাষ্ট্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে শাহাদাতের তামান্না আজও দেশে দেশে দৃশ্যমান। তাই দেশকে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির দুঃশাসন থেকে মুক্ত করতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকতে হবে। মূলত ত্যাগ ও কুরবানি ছাড়া কখনোই ন্যায়-ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তাকওয়া, আল্লাহর সাহায্য, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ বিজয়ের জন্য অপরিহার্য

- ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, তাকওয়া, আল্লাহর সাহায্য, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ বিজয়ের জন্য অপরিহার্য।

তিনি এক সমাবেশে বক্তব্যকালে বলেন, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার আফগানিস্তানে নির্লজ্জ পরাজয় এটাই প্রমাণ করে সমরাস্ত্র এবং দাম্ভীকতা নয়, তাকওয়া, আল্লাহর সাহায্য, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগই বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয়ী একটি দল পরাজিতদের ক্ষমা করে দেয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একেবারে বিরল। যা শুধু রাসূল (সা:)-এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

আফগানিস্তানের বিজয়ের পর এখন পর্যন্ত তালেবানের দেশ শাসনের যে নীতি তা প্রশংসার দাবি রাখে।

আমরা আশা করবো বর্তমান তালেবান সরকার অতীতের ভুলগুলো সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ করে সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি উন্নত এবং আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানকে গড়ে তুলবে।

দেশের সম্মানিত ও মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অহেতুক বিতর্ক না করার আহ্বান

দেশের সম্মানিত ও মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অহেতুক বিতর্ক না করার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩১ আগষ্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি বেশ কয়েকদিন যাবত দেশের সম্মানিত ও মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করা হচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারে অসম্মানজনক ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের জন্য যারা যে অঙ্গণে ভূমিকা পালন করেছেন এবং অবদান রেখেছেন তাদের সে সকল অবদানের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাশীল। সম্প্রতি যে বিষয়গুলো নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করা হচ্ছে তা দেশের জনগণকে মর্মাহত করেছে। বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশের উন্নতি-অগ্রগতিতে যারা ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে তিরস্কার ও উপহাস করা হচ্ছে। অসম্মানজনক ও অশালীন ভাষায় তাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ও মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অশালীন ও অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করার ফলে দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে তা করো জন্যই কল্যাণকর নয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও দেশের উন্নতি-অগ্রগতিতে যাদের ভূমিকার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা রয়েছে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে অনর্থক বিতর্ক তৈরি থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

রুহুল আমিন গাজীর মুক্তি দাবিতে প্রেসক্লাবে সমাবেশ

জনগণ আজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত-মিয়া গোলাম পরওয়ার

২৩ আগস্ট ২০২১ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজী মুক্তি পরিষদ আয়োজিত সংগঠনের আহ্বায়ক দৈনিক নয়া দিগন্ত সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, সংগঠনের সদস্য সচিব কবি আবদুল হাই শিকদার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকের হোসাইন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোরসালীন নোমানী, কারাবন্দি নেতা রুহুল আমিন গাজীর ছেলে আফনান আবরার আমিন প্রমুখ।

নাগরিক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করতে সর্বগ্রাসী আয়োজন করেছে। আমরা বিস্মিত হই, দেশে একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, সংবিধান আছে, সরকার আছে, জবরদস্তির সংসদ আছে, সকলে মিলে দেশের উপর একটি ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। গাজী ভাই'র মতো একজন নিরপরাধ, নির্ভীক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অন্যায় অসত্য মামলায় জড়িয়ে ১০ মাস কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে, দেশবাসীর পক্ষ থেকে এতো দাবি করা হচ্ছে কিন্তু মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, কিছু হলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে ফেলা হচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, রাষ্ট্রের কী সংজ্ঞা, সরকারের কী সংজ্ঞা, দুটোরই আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে, স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এটা উনারা উপলব্ধি করে না।

তিনি বলেন, করোনায় যেমন বাংলাদেশ বিপর্যস্ত, তেমনি ফ্যাসিবাদের জোয়ারে নাগরিকের জীবনও আজ স্তব্ধ-বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাদক, চোর, খুনি, গুন্ডারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর নিরপরাধ সৎ মানুষগুলো কারাবন্দি থাকবে-এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের আজকের বাস্তব চিত্র।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের জুলুম নির্যাতন, দুর্ভোগ, লুটপাট, গুম, খুন, মিথ্যাচার, অনাচার, রাষ্ট্রীয় দুরাবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা সর্বস্তরে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে কথা বললে বলবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজানো হয়েছে, জুলুম করবে, খুন করবে, গুম করে ফেলবে, এটা পৃথিবীর ইতিহাস, স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে, দেশ জাতি তখন স্তব্দ হয়ে যায়, মানুষের মৌলিক অধিকার তখন থাকে না। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদীর বৈশিষ্ট্যই হলো তাদের যখন কোন আদর্শ থাকে না, আদর্শ দিয়ে যখন আদর্শকে মোকাবেলা করতে পারে না, নৈতিকতার শক্তি যখন হারিয়ে ফেলে, যুক্তি যখন হারিয়ে যায়, তখন সন্ত্রাস, মিথ্যাচার, কালাকানুনের পথ তারা বেছে নেয়। এজন্যই বর্তমান সরকার কালাকানুনের পথ বেছে নিয়েছে।

তিনি বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এমন একটা সংসদে পাস করা হলো, যে সংসদের নির্বাচনের সময় অধিকাংশ আসনে প্রার্থীই ছিল না। কেন্দ্রগুলোতে বিড়াল আর কুকুর শুয়েছিল, সেই নির্বাচনের নামে বানানো সংসদে কালাকানুন পাস করা হলো। এডিটরস কাউন্সিল, সাংবাদিক সমাজ, জনগণ, দেশবাসী প্রতিবাদ করলো, মিছিল মিটিং হলো। তিনি বলেন, সংবিধানের আর্টিকেল ২৬ পরিষ্কার বলা আছে, মৌলিক অধিকারে সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইন রাষ্ট্র তৈরি করতে পারবে না। এরকম কোন আইন থাকলে, সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর্টিকেল ৩৭, ৩৮, ৩৯ এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে সভা-সমাবেশ, চিন্তা, বাক স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে ২০টি ধারা রয়েছে, তার ১৪টি ধারাই হচ্ছে জামিন অযোগ্য। পুলিশকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রেফতার করতে পারবে।

আদর্শহীন, নৈতিকতাহীন এই সরকারের পায়ের তলায় মাটি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১০ জন ঘরে বসে আলোচনা করলেও বলছে নাশকতার জন্য গোপন মিটিং করছে। গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মামলার ৯০ভাগই মিথ্যা। যে দেশের সরকার প্রধানই মিথ্যা বলেন সেখানে এ অবস্থা স্বাভাবিক। রুহুল আমিন গাজীর বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছে তার প্রতিটি লাইনই মিথ্যা। বেগম খালেদা জিয়া, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নামে যে মামলা করা হয়েছে তা মিথ্যা। প্রশাসনকে দিয়ে মিথ্যা বলানো হচ্ছে। এটর্নী জেনারেল অফিস দিয়ে মিথ্যা বলানো হচ্ছে। গোলাম পরওয়ার বলেন, জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে এখন জনরোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অন্যরা দেশ থেকে পালানোর সুযোগ পেলেও এদেশের লোকজন দেশ ছাড়ার সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন-২০২১'

ইসলামী শ্রমনীতি ছাড়া অধিকার আদায় হবে না-মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের সর্বপ্রথম শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সরাসরি শ্রমজীবী। ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি কাঙ্ক্ষিত সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে না, যতদিন না এদেশের মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। তিনি আরও বলেন, প্রচলিত শ্রম ব্যবস্থায় এদেশের লাখো কোটি শ্রমজীবীকে শোষণ করা হচ্ছে। শ্রমিকের রক্ত-ঘামের বদৌলতে একশ্রেণির মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেলেও শ্রমজীবী মানুষের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। প্রচলিত সব শ্রমনীতি শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-নিপীড়ন ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই আজ বঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় হবে না।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট রোববার আয়োজিত 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন-২০২১'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মো. তসলিম, কবির আহমদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়াসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সব নাগরিকের স্বপ্ন; কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অসৎ নেতৃত্ব। অসৎ নেতৃত্বের ফলে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল পরিমাণ জনশক্তি থাকার পরও বাংলাদেশ একদিকে যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছে; অন্যদিকে কর্মহীন জনশক্তি অসৎ ও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও অরাজকতা তৈরি হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে ইসলামী শ্রমনীতি আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি সৎ, খোদাভীরু ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই

- মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি ও ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়ন উৎখাত করতে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলো। পৃথিবীর বুকে একটি সুখি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে লাল সবুজের পতাকা অঙ্কন করেছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়; মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের সেই লালিত স্বপ্ন আজ অসৎ নেতৃত্বের কারণে ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ও স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

১৮ আগস্ট ২০২১ বুধবার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে "স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি" ও "ছাত্রশিবিরের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী" উপলক্ষে আয়োজিত বইপাঠ এবং রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি সালাহউদ্দিন আইউবীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশের স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয় যখন সেই দেশের প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে। আমাদের দেশের সংবিধান সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা নিশ্চিত করলেও বাস্তবে তার ছিটে ফোঁটা দেখা যায় না। দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে লড়তে হচ্ছে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে অসংখ্য মানুষ। অথচ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল পরিমান মানবসম্পদ আমাদের রয়েছে। কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব ও আদর্শিক রাজনৈতিক সংকট আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পাকিস্তান আমলের তুলনায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ দেশের মানুষের মৌলিক ও মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। ভিন্নমত দমন করতে গিয়ে সংবিধানের কোন তোয়াক্কা করছে না সরকার। প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাস হতে জাতীয় রাজনীতির রাজপথে খুন, গুম ও মামলার শিকার হচ্ছে সরকার বিরোধী নেতাকর্মীরা। দেশের আইনশৃঙ্খলা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। নিজ বাড়ি/বেডরুমেও আজ মানুষের নিরাপত্তা নেই। ক্যাম্পাস ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকার দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে আমাদের মা-বোনেরা। সরকার একদিকে যেমন জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে অন্যদিকে নিজ দলের নেতাকর্মীরা জনগণের জান-মাল লুটে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, জাতির এই দুর্দশা থেকে উত্তোরণের জন্য ছাত্রশিবিরকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসে মেধাবী ছাত্রদের নেতৃত্বে আদর্শিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও সরকারের প্রতিটি অপকর্মের মোক্ষম জবাব দিতে ছাত্র সমাজকে নিয়ে রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। একই সাথে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। মেধা ও নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে কাঙ্খিত নেতৃত্ব উপহার দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আমার বিশ্বাস দেশে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্বাধীনতার প্রত্যাশিত সুখ ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেজান জুস কারখানার অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে জামায়াতের পক্ষ থেকে নগদ আর্থিক সহায়তা

নারায়ণগঞ্জ জেলার সেজান জুস ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্বজনদের সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা আমীর মমিনুল হকের সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি মোঃ জাকির হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের টিম সদস্য মাওলানা আব্দুল জব্বার এবং জেলা নেতৃবৃন্দ।

মাওলানা আবদুল হালিম নিহতদের মাগফেরাতে জন্য দোয়া করেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, সেজান জুসে অগ্নিকাণ্ডের পরপর আমীরে জামায়াত ডাঃ শফিকুর রহমান অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজ-খবর নেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও জেলা সংগঠনকে নির্দেশ প্রদান করেন। আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য আমরা কিছু আর্থিক সহায়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

মাওলানা আবদুল হালিম আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময়ই আর্ত-মানবতার সেবায় ভূমিকা পালন করে আসছে। ঘুর্ণিঝড়, বন্যাসহ দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে জামায়াতে ইসলামী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে ছুটে আসে এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতাই আজ আমরা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের ক্ষতির তুলনায় আমাদের সহায়তা খুবই কম। দোয়া করবেন আমরা যেন ভবিষ্যতেও আমাদের সামর্থানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।

এ সময় নিহত ১৪ জনের পরিবারের অভিভাবকের কাছে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। জেলা আমীর উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক মোবারক জানিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শেষ করেন।

সংগঠনের সাবেক দায়িত্বশীলদের শিক্ষাবৈঠক-২০২১

যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখার জন্য ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে-----মতিউর রহমান আকন্দ

২০ আগস্ট ২০২১ শুক্রবার যশোর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা শাখা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সংগঠনের সাবেক দায়িত্বশীলদের নিয়ে ভার্চুয়ালি এক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।

এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশ অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা সারা বিশ্বে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, মোবাইল, কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করছে।

কারণ তারা জানে, যুব সমাজ নিষ্ঠাবান, সৎ-চরিত্রবান ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হলে, যুব সমাজ তাদের স্বার্থ হাসিলে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এতকিছু সত্ত্বেও বর্তমান যুব সমাজ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুপার পাওয়ার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যবাদের অবসান হতে চলেছে।

এ্যাডভোকেট আকন্দ আরো বলেন, যুবকরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। উন্নত ও নৈতিক চরিত্র দ্বারা তারা বিশ্বকে একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারে।

তাই তাদেরকে সুন্দর পৃথিবী গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখার জন্য ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। যুব সমাজের মাঝে কুরআনের দাওয়াতি তৎপরতা জোরদার করতে হবে। ইসলামের সুস্থ ও নির্মল সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদেরকে নৈতিক বলে বলিয়ান করতে হবে। ফলে তারা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পাবে এবং তারাই যে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার কারিগর তা উপলব্ধি করতে পারবে। তাই আমরা যদি যুবকদের মাঝে ব্যাপকভাবে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আমরা বিশ্বকে একটি সুন্দর, শান্তিময় ও স্থিতিশীল পৃথিবী উপহার দিতে পারবো ইনশআল্লাহ।

শিক্ষা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন যশোর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা শাখা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাষ্টার মোঃ নূরুন্নবী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন অঞ্চল পরিচালক জনাব মোবারক হোসাইন এবং দারসুল কুরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা অঞ্চল পরিচালক মাওলানা আবদুল খালেক।

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস

গুমের অভিযোগ তদন্তে নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবি আসকের

দেশে গুম বন্ধ ও এর প্রতিটি অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ৩০ আগস্ট ২০২১ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন গঠনসহ সরকারের কাছে ছয় দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। অন্য দাবিগুলো হলো: গুমের শিকার সব ব্যক্তিকে অবিলম্বে খুঁজে বের করে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া, এ-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা, দায়ীদের বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের যথাযথ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গুমসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করা, গুমের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোকে অস্বীকার না করে এ ধরনের ঘটনার বিচার নিশ্চিতে বিদ্যমান আইন কাঠামোতে পরিবর্তন আনা এবং 'অপহরণ' হিসেবে নয়, 'গুম'কে সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

গুমের মতো ঘটনা প্রতিরোধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও তিনটি দাবি জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র। সেগুলো হলো: গুমের অভিযোগগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করা; নিখোঁজদের খুঁজে বের করা এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এ এ ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা থাকলে তা দ্রুততার সঙ্গে দূর করতে সরকারের সঙ্গে জোর যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়া, ভুক্তভোগী বা তাঁদের পরিবারকে আইনি ও নৈতিক সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে একটি জাতীয় শুনানির আয়োজন করা।

বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে আসক জানিয়েছে, ২০০৭ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট ৬১৪ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে ভুক্তভোগী পরিবার ও স্বজনেরা অভিযোগ করেছেন। এঁদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৭৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ৯৪ জনকে। ফেরত এসেছেন ৫৭ জন। অন্যদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতিসংঘ ২০১০ সালে গুম থেকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গুম বা বলপূর্বক অন্তর্ধানসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদন করে। এ সনদে বিস্তৃত এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে সংগঠিত বলপূর্বক অন্তর্ধানকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে সচেতনতা আর সংবেদনশীলতা তৈরির লক্ষ্যে জাতিসংঘ থেকে প্রতিবছর ৩০ আগস্টকে বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে পালন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সনদে গুম বা বলপূর্বক অন্তর্ধান বলতে সরকারি বাহিনী, ব্যক্তি সমষ্টি অথবা কোনো দল কর্তৃক সরকারের কর্তৃত্বে, সহায়তা বা প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, আটক, অপহরণ বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যক্তিকে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা, অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তির চলাফেরার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করা, ব্যক্তির অবস্থা অথবা অবস্থান গোপন করা এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভ থেকে বঞ্চিত করা বোঝায়।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বারবার বলপূর্বক অন্তর্ধান বা গুমের ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেশের আইন কাঠামোতে 'গুম' বা 'ইনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স' বলে কোনো টার্ম নেই।

অথচ পরিবার, স্বজন বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, সাংবাদিক বা মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যানুসন্ধানে গুমের সুস্পষ্ট অভিযোগ উঠে এসেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তুলে নেওয়ার কিছুদিন পর গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলেও গণমাধ্যমে সংবাদ বেরিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আসক আরও বলছে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তিবিরোধী সনদের আওতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়। এ পর্যালোচনায় অঘোষিত আটক, যাকে কমিটি অন্তর্ধান বা গুম হিসেবে বর্ণনা করেছে সেই বিষয়টিতে কমিটি বলেছে, এভাবে আটককৃত ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা হয় অথবা তিনি ফিরে আসেন যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে গুম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে সব আটক ও আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্ত বাহিনীর বাইরে একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা দ্বারা দ্রুততার সঙ্গে পরিপূর্ণ তদন্ত করা ও গুমসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনের মাধ্যমে গুমকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সনদটি স্বাক্ষর করার সুপারিশ করেছে।

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন

এখনো গুম হয়ে আছেন ৮৬ বাংলাদেশি

=যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশে এখনো ৮৬ জন গুম হয়ে আছেন। ১৬ আগস্ট সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে এইচআরডব্লিউ বলেছে, তারা মনে করে, জাতিসংঘের উচিত গুম নিয়ে একটি স্বাধীন তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিবেদনে গুমের জন্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে দায়ী করা হয়েছে।

জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ১১৫টি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এইচআরডব্লিউ 'নো সান ক্যান এন্টার : আ ডিকেড অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এটি প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট। নিরাপত্তা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা, গুম বন্ধ করা ও ভবিষ্যতে নির্যাতন প্রতিরোধের নিশ্চয়তা আদায়ে জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে মানবাধিকার সংগঠনটি।

এইচআরডব্লিউর ৫৭ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ধারাবাহিকভাবে গুম করে আসছে এবং এর বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উন্নয়ন সহযোগিতা দিয়ে থাকে– এমন দেশের সরকার, জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংগঠন ও সুশীল সমাজ বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার কখনোই এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া মহাদেশের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীদের উপহাস করে এবং নিয়মিত তদন্তে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। এর অর্থ নিরাপত্তা বাহিনী যে গুমের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, সেটিকে বন্ধ করতে অর্থপূর্ণ কোনো কাজ করার ইচ্ছা নেই সরকারের।'

তিনি আরও বলেন, সরকারের সমালোচনা করলেই গুমের শিকার হতে হবে, এ ভয় নিয়ে বাঁচতে হয় সমালোচকদের। যারা গুম হয়েছেন, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা ক্ষীণ। সে কারণে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের উচিত বাংলাদেশে গুম নিয়ে তদন্ত শুরু করা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো বহু বছর ধরেই নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। বিগত সরকারের আমলেও এমনটি ঘটেছে। কিন্তু গত এক দশকে 'গুম' এই সরকারের 'হলমার্ক' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ গুম বা গুমের ভয় দেখানোর কাজটি করছে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং বাকস্বাধীনতা হরণ করতে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাবে ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ পরে ফিরে এসেছেন। আবার কাউকে কাউকে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেউ কেউ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকার ধারাবাহিকভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। ভুক্তভোগী পরিবারগুলো বলছে, তারা মামলা করতে গেলে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ফিরিয়ে দিচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো গুমের বেশিরভাগ ঘটনায় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র্যাব) দায়ী করেছে। র্যাবকে 'ডেথ স্কোয়াড' হিসেবে উল্লেখ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং বিভিন্ন সময় একে ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। সংগঠনটি আরও বলেছে, র্যাবকে শান্তিরক্ষী মিশনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে নির্যাতন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এমন অধিনায়কদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত বছরের অক্টোবরে ১০ জন মার্কিন সিনেটর র্যাবের শীর্ষ ১০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য চিঠি দেন। এইচআরডব্লিউ বলছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্য সরকারগুলোরও উচিত হবে গুম ও মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

কলামে জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগারের নিন্দা

কালের কণ্ঠের কাল্পনিক তথ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই

- মতিউর রহমান আকন্দ

১৭ আগষ্ট দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় 'সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এবং জামায়াতের রাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত কলামে জামায়াতের বিরুদ্ধে যেসব বিষোদগার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ ১৭ আগষ্ট ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "১৭ আগষ্ট দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় 'সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এবং জামায়াতের রাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত কলামে জনাব মেজর জেনারেল মোহম্মদ আলী শিকদার (অব.) জামায়াতের বিরুদ্ধে যেসব আজগুবি তথ্য পরিবেশন করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জামায়াতের বিরুদ্ধে যে সকল কাল্পনিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাথে সত্যের লেশ মাত্র নেই। আমরা এ জঘন্য মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদনে '১৯৫৩ সালে মওদূদীর হুকুমে করাচি ও আশপাশের এলাকায় ৫০ হাজার কাদিয়ানিকে হত্যা করা হয়' মর্মে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাওলানা মওদূদী (রহ:) কাউকে হত্যা করার এ রকম কোনো নির্দেশ কখনো দেননি। জনাব মেজর জেনারেল মোহম্মদ আলী শিকদার (অব.) ছাড়া ইতিপূর্বে এ ধরনের বক্তব্য আর কেউ প্রদান করেননি। প্রতিবেদনটিতে '১৯৭১ সালের শেষ দিকে গোলাম আযম পাকিস্তানে পালিয়ে যান' মর্মে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর মাধ্যমে মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে। মূলত অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকিস্তানে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসতে চাইলে তাকে বহণকারী বিমানটি বাংলাদেশে ল্যান্ড করতে পারেনি। যার ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দীর্ঘ ৮ বছর প্রবাস জীবন কাটাতে হয়। প্রতিবেদনের অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'গোলাম আযম ভালো করে জানতেন, জামায়াত নামটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের প্রচণ্ড ঘৃণা ও অ্যালার্জি রয়েছে।' এটি একটি ডাহা মিথ্যা বক্তব্য। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনে জামায়াতের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। এ সকল নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক জামায়াত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। যা জামায়াতের জনপ্রিয়তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিবেদনে তিনি ২০০৫ সালের ১৭ আগষ্ট সারাদেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জামায়াতে ইসলামীকে জড়িয়ে এবং 'জেএমবিকে জামায়াতের গোপনীয় নিজস্ব সশস্ত্র সংগঠন' মর্মে যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার এ বক্তব্য পাগলেও বিশ্বাস করবে না। মূলত জনাব মেজর জেনারেল মোহম্মদ আলী শিকদার (অব.) তার এ কলাম লেখার মাধ্যমে কোনো অদৃশ্য শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার অপচেষ্টা করেছেন।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি নিয়মতন্ত্রিক, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জামায়াতে ইসলামী কখনো কোনো সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না এবং কখনো কোনো সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িতও ছিল না। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। জামায়াত তার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অতএব, মেজর জেনারেল মোহম্মদ আলী শিকদারের (অব.) মত লোকদের এ সকল মিথ্যাচারের মাধ্যমে দেশের মানুষ কখনো বিভ্রান্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না ইনশা-আল্লাহ। ভবিষ্যতে জামায়াতের বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি মেজর জেনারেল মোহম্মদ আলী শিকদারের (অব.) প্রতি এবং এ সব কাল্পনিক মিথ্যা বানোয়াট খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

আগস্ট'২১ মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

আগস্ট মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মানবাধিকারের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

আগস্ট মাসে সারা দেশে ১৬০ জন নিহত হয়েছে। এ মাসে প্রতিদিন গড়ে ০২ জন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ০৮টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ০৫ জন নিহত হয়েছে। ৭৯টি সহিংস হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫৭ জন, আহত হয়েছে ১৮০ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ০১জন, গ্রেফতার হয়েছে ২৬ জন। এছাড়াও ০৪টি গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হয়েছে ০৪ জন।

এ মাসে অপহরণের ০৯টি ঘটনায় অপহরণের পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ০৬ জন।

রাজনৈতিক সহিংসতার ০৬টি ঘটনায় আহত হয়েছে ১৬৭ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ১১ জন, গ্রেফতার হয়েছে ২৭ জন।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ' কর্তৃক ০৩টি হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ০২ জন, গ্রেফতার হয়েছে ০১ জন, আহত হয়েছে ০৩ জন ।

নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় পারিবারিক কলহে ২৫টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ২০ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬৩ জন নারী। ০৬টি শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ০৫ জন শিশু নিহত হয়েছে।

সরকার দলীয় নেতাকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় সাংবাদিক নির্যাতনের ০১টি ঘটনায় আহত হয়েছে ০১ জন।

এ মাসে বিভিন্ন স্থান থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ৫৭টি লাশ উদ্ধার করেছে যার মধ্যে ০৫টি লাশ অজ্ঞাত।

এক নজরে আগস্ট'২১ এর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিষয়	বর্ণনা	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত	গ্রেফতার	গুলিবিদ্ধ
বিচার বহির্ভূত হত্যা	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক	০৮	০২	৫০	৯২	০২
	সহিংস হামলা	৭৯	৫৭	১৮০	২৬	০১
	গণপিটুনী	০৪	০৪		০৫	
অপহরণ	নিখোঁজ	০৯	০৩			
	লাশ উদ্ধার	০৭	০৭			
	জীবিত উদ্ধার	১০		০৬	০৪	
রাজনৈতিক সহিংসতা	সংঘর্ষ	০৯	০৩	৩০		১২
	পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর অভিযানের নামে গ্রেফতার	০৬		১৬৭	২৭	১১
সীমান্ত সংঘাত	বিএসএফ কর্তক	০৩	০২	০৩		
নারী নির্যাতন	ধর্ষণ	৬৩		৬৩	৩২	
	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০২		০২		
	পারিবারিক দ্বন্দ্ব	২৫	২০	০৬	১০	
	এসিড নিক্ষেপ					
	যৌন হয়রানী	০৩		০৩		
শিশু নির্যাতন	শারীরিক নির্যাতন	০৬	০৫	০১	০২	
সাংবাদিক নির্যাতন	নির্যাতন	০১		০১		
	হুমকির সম্মুখিন	০৩				
ক্যাম্পাস সহিংসতা	আধিপত্য বিস্তার	০১		২০		
লাশ উদ্ধার	পুরুষ	৪০	৪০		০৩	
	মহিলা	১২	১২			
	অজ্ঞাত	০৫	০৫			
	মোট	২৯৭	১৬০	৫৩২	২০১	২৭

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে পরিকল্পনা তালেবানের

বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে নারীর অংশগ্রহণ বেশি থাকবে

তালেবান আফগানিস্তানের সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতির প্রতিনিধি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরিকল্পনা করছে। ১৫ আগস্ট তালেবান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখলের পর থেকে তাদের সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা চলছে। কট্টরপন্থী এই গোষ্ঠী কোন ধরনের সরকার গঠন করে এবং তাদের শাসনব্যবস্থা কেমন হবে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ রয়েছে।

এর মধ্যে তালেবান নেতারা আলজাজিরাকে বলেছেন, তাঁরা অংশগ্রহণমূলক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের চিন্তা করছেন। এই সরকারে দেশের সব নৃগোষ্ঠী ও উপজাতি থেকে উঠে আসা নেতাদের নেওয়া হবে। নতুন সরকারের জন্য এরই মধ্যে প্রায় এক ডজন নেতার নাম আলোচনায় এসেছে। তবে এই সরকারের মেয়াদ কী হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি ও সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে জাতিগত বৈচিত্র্য। চার কোটি মানুষের এই দেশে কোনো গোষ্ঠীরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সবচেয়ে বড় জাতিগোষ্ঠী হলো পশতু। মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশের বেশি তারা। প্রধানত সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের এই গোষ্ঠী পশতু ভাষী। অষ্টাদশ শতক থেকেই আফগান রাজনীতিতে আধিপত্য রয়েছে তাদের।

তালেবান সূত্র বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারে একজন 'আমিরুউল মোমিনিন' (বিশ্বাসীদের কমান্ডার) থাকবেন। তিনিই ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানের নেতৃত্ব দেবেন। তালেবান নেতাদের তথ্যমতে, ভবিষ্যৎ সরকার গঠন ও মন্ত্রীদের মনোনয়নের জন্য একটি সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিচার, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ ও তথ্যমন্ত্রী এবং কাবুলবিষয়ক বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে হবেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সরকার গঠন নিয়ে আলোচনার জন্য তালেবানের সহপ্রতিষ্ঠাতা মোল্লা বারাদার এবং তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াকুব কান্দাহার থেকে রাজধানী কাবুলে এসেছেন। সূত্রগুলো বলছে, তালেবান সরকারে নতুন মুখ আনতে চাইছে। এর মধ্যে তাজিক ও উজবেক নেতারাও থাকবেন।

ইসরাইলি অবরোধের বিরুদ্ধে ফের ফুঁসে উঠেছে ফিলিস্তিনিরা

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলির বেড়ার কাছে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছে শত শত ফিলিস্তিনি। গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলি অবরোধ তুলে নিতে বিক্ষোভ জানাচ্ছে তারা। কয়েকদিন আগে এই অবরোধ বিরোধী বিক্ষোভের সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সাথে ফিলিস্তিনিদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর আবারও রাস্তায় নেমে আসলো গাজাবাসী। এই বিক্ষোভকে সামনে রেখে আগে থেকেই সেনার সংখ্যা বাড়িয়েছিল ইসরাইলি সেনাবাহিনী। তারা জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় গাজায় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে তারা কাঁদানে গ্যাস এবং তাজা বুলেট ব্যবহার করেছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়েছেন, অন্তত নয়জন আহত হয়েছে। গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাসের পরিচালিত আল আকসা টিভির ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, জনতা বেড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ইসরাইলি সেনাবাহিনীর একটি গাড়ির আসার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসছে। এসময় বাতাসে কাঁদানে গ্যাস উড়তে দেখা যায়। ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের বন্দুক ব্যবহার করেছে। অন্যান্য শক্তিশালী অস্ত্রের চেয়ে এই অস্ত্র কম প্রাণঘাতী। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এটাও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। গাজায় আল জাজিরার ইয়োমনা এল সাইদ বলেছেন, গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনুসে ওই বিক্ষোভে কয়েক ডজন কাঁদানে গ্যাসের ক্যানিস্টার ছোড়া হয়েছে। এল সাইদ বলেন, আজ ইতোমধ্যেই তিনজন ফিলিস্তিনি তাজা বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছেন। আর তাদের দিকে ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসের ক্যানিস্টারের কারণে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীর দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর আগে শনিবার বিক্ষোভ করে কয়েকশ' ফিলিস্তিনি। পরে সেটি সংহিস আকার ধারণ করে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শনিবার ইসরাইলি বাহিনীর সাথে ওই সংঘর্ষে ৪০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়। তাদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরের মাথায় গুলিও লাগে বলে জানায় তারা। এছাড়া পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া ৩২ বছর বয়সী ওসামা দুয়েজি নামের একজন বুধবার মারা গেছেন বলেও জানিয়েছে তারা। হামাস বলছে, ওসামা তাদের সশস্ত্র শাখার একজন সদস্য। তার মৃত্যুকে 'নায়কোচিত শাহাদাত' বলে বর্ণনা করেছে তারা। এদিকে একেবারে কাছ থেকে গুলিবিদ্ধ হওয়া একজন ইসরাইলি সৈন্য বুধবারও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই সৈন্যকে আহত করার পর রোববার হামাসের অস্ত্র স্থাপনায় বোমা হামলা চালিয়েছিল ইসরাইলি সেনাবাহিনী। আল-জাজিরা।

বিশ্বমুসলিমদের এক হওয়ার সময় এসেছে : এরদোগান

ঝগড়া-বিবাদ ও সকল মতানৈক্য ভুলে বিশ্বমুসলিমকে এক হওয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তায়্যিব এরদোগান। পরস্পরের মাঝে ঐক্যে, সংহতি ও সম্প্রীতি তৈরি করে একতাবদ্ধ হয়ে জুলুম প্রতিরোধ করে বিশ্বের বুকে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রতি জোর দিয়েছেন। সংবাদ আলজাজিরার।

২৫ আগষ্ট ২০২১ তুরস্কের ইসলামী যুবকল্যাণ সংগঠনের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে এক ভিডিও বার্তায় তিনি মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের বুকে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত নিপীড়িত। বিশেষকরে পশ্চিমা বিশ্বে। সেখানে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং ইসলামোফোবিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলুম রুখে পুরো মানবজাতির নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি বিশ্ব মানব ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময়র অতিক্রম করছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ ও সংঘাতে বিশ্বে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম দেশে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যেসব দেশে মুসলিমরা সংঘাত, জুলুম, দেশান্তর ও দারিদ্র্যতার শিকার হচ্ছে, দুরারোগ্য রোগ ও মহামারিতে ভুগছে, ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলামের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈরিতা ও দমন পীড়নের শিকার হচ্ছে, সেসব দেশে এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে আওয়াজ তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বে জুড়ে বিশেষকরে পশ্চিমা বিশ্বে নিরাপত্তা সমস্যা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সহিংসতা, বর্ণবাদ প্রকট আকার আকার ধারণ করেছে। বিশেষকরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। পশ্চিমা বিশ্বে এমন কোনো দিন যায়না যে, মুসলিমদের উপর জুলুমের খবর শুনতে হয়না। প্রতিদিনই শুনতে পাই মুসলিম নারীদের হয়রানি করা হচ্ছে, কিংবা হিজাব, বোরকা পরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। বিভিন্ন অযুহাত দিয়ে তাদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে। বাকস্বাধীনতার নামে ইসলামের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের নবীকে অপমান করা হচ্ছে। অথচ তারা নিরপেক্ষ গণতন্ত্র দেশ বলে দাবি করে।

তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত করার প্রতি জোর দিয়ে বলেন, আমাদের পরস্পরের মাঝে সকল দ্বন্দ, সংঘাত ও বৈষম্য ভুলে ঐক্য ও সম্প্রীতির এক ফ্লাটফর্মে আসতে হবে। দ্বন্দের পরিবর্তে ঐক্যকে মজবুত করা, এবং বৈরিতার পরিবর্তে ভালোবাসা, বিলাতে হবে। ইনসাফভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, উন্নয়নমূলক কাজ ও শরীরচর্চায় আরো তৎপর হবে।

পশ্চিমা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে গত জুনে বলেছিলেন যে, পশ্চিমাবিশ্বে "বর্ণবাদ ভাইরাস" করোনা ভাইরাসের চেয়েও বেশি ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। পশ্চিমা দেশগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আক্রমণ গত পাঁচ বছরে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এশিয়াকে বিভক্ত করতে চাইছেন কমলা হ্যারিস : চীন

দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের দাবির সমর্থনে বেইজিং জোরজবরদস্তি করছে, ভয় দেখাচ্ছে– এমন মন্তব্যের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস চীনের সাথে এর প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছে চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম চায়না ডেইলি। গতকাল বুধবার গণমাধ্যমটি এ অভিযোগ করে।

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সুদৃঢ় করা এবং চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় মিত্রদের আশ্বস্ত করার লক্ষ্যে সাত দিনের সফরে বের হওয়া হ্যারিস মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের দাবি প্রসঙ্গে ওই মন্তব্য করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় গতকাল বুধবার রাষ্ট্র পরিচালিত চায়না ডেইলির এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "চীনের দিকে আঙুল তুলে এবং 'জোরজবরদস্তি' ও 'ভয়ভীতি দেখানোর' অভিযোগের মাধ্যমে হ্যারিস সচেতনভাবে তার নিজের ভণ্ডামি এড়িয়ে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি জোরজবরদস্তি ও ভয়ভীতি দেখানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক বিভিন্ন দেশকে ওয়াশিংটনের চীন নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে যুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।" হ্যারিসের সিঙ্গাপুরে দেয়া বক্তৃতাকে চীনের ওপর 'ভিত্তিহীন আক্রমণ' অ্যাখ্যা দিয়ে সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়, 'মনে হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ওই সব দেশ এবং চীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে নিবেদিত প্রচেষ্টা চালানো।'

তালেবানের সঙ্গে পশ্চিমাদের যোগাযোগ বজায় রাখার আহ্বান পাকিস্তানের

আফগানিস্তানে মানবিক এবং শরণার্থী সংকট এড়াতে পশ্চিমা দেশগুলোকে তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তান। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. মোয়িদ ইউসুফ বলেন, এসব সংকট এড়াতে অবশ্যই তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের স্পিন বোলদাক ক্রসিংয়ে হাজার হাজার আফগান নাগরিক ভিড় করার খবর সামনে আসলেও ড. মোয়িদ ইউসুফ বলেছেন, পাকিস্তান সীমান্তে সত্যিকার কোনও ধরনের ভীতি নেই। টুডে অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, এখন পর্যন্ত মন্দের ভালো হচ্ছে সেখানে (আফগানিস্তানে) কোনও ধরনের দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত এবং রক্তপাত নেই, সেই কারণে শরণার্থী ঢল আসলে আসেনি।' ড. মোয়িদ ইউসুফ বলেন, আফগানিস্তানে আরেকটি মানবিক বিপর্যয় অনিবার্য। কিন্তু কেবল যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় আর সাধারণ আফগানদের বর্জন করে নিরাপত্তা শুন্যতা তৈরি না করে তাহলে হয়তো এড়ানো যেতে পারে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. মোয়িদ ইউসুফ আরও বলেন, মাঠের একটা বাস্তবতা আছে। তালেবান নিয়ন্ত্রণ করছে।

আফগানিস্তানে মার্কিন পরাজয় দীর্ঘমেয়াদি শান্তির সুযোগ : ইরান

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন, আফগানিস্তানে মার্কিন পরাজয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি শান্তির সুযোগ তৈরি করবে। তালেবান প্রতিবেশী দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার একদিন পর সোমবার তিনি এই মন্তব্য করলেন। আফগানিস্তানে পুনর্মিলনের আহ্বান জানিয়ে রাইসি বলেছেন, অগ্রাধিকারভিত্তিতে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করবে ইরান। রাইসি আফগানিস্তানকে 'এক ভাই ও প্রতিবেশী দেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

মার্কিন সেনাদের তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়া সামরিক ব্যর্থতা আখ্যায়িত করে তিনি বলেছেন, এটি জীবন, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ।

আফগানিস্তানের সঙ্গে ইরান সুসম্পর্ক চায় উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, দেশটির পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ইরানের সঙ্গে আফগানিস্তানের ৯০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্য অনুসারে, দেশটিতে ৩৫ লাখ আফগান শরণার্থী রয়েছেন।

শপথ নিলেন মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী, নাজিবের দল ফিরল ক্ষমতায়

মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব। আর এর মাধ্যমে দেশটির ক্ষমতায় ফিরল দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের দল।

পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে হেরে মুহিউদ্দিন ইয়াসিন ক্ষমতা হারানোর পর দেশটির বৃহত্তম দল ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অরগানাইজেশন (উমনো) থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন পান ৬১ বছর বয়সী ইয়াকুব। তিনি ছিলেন মুহিউদ্দিন সরকারের ডেপুটি।

২১ আগস্ট ২০২১ শনিবার তিনি দেশটির রাজা আল-সুলতান আবদুল্লাহর কাছে জাতীয় প্যালেসে শপথ নেন। এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকসহ জোটের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি হলেন মালয়েশিয়ার নবম প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি হলেন ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া তৃতীয় ব্যক্তি।

করোনা মহামারী রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে গত মাসে মহিউদ্দিন সরকারের উপর থেকে উমনো সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ায় ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

উমনো দলটি স্বাধীনতার পর থেকে ছয় দশকের বেশি সময় মালয়েশিয়ার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু দলটি থেকে সবশেষ প্রধানমন্ত্রী

নাজিব রাজাকের বিরুদ্ধে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠার পর ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে হয় দলটিকে। কিন্তু ইয়াকুবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে আবারো ক্ষমতার মসনদে ফিরে এলো উমনো।

এর আগে গত ১৮ আগস্ট দেশটির রাজা আগং ডি পার্তুয়ানের আহ্বানে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণে অনলাইন ভোটিংয়ে ১১৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে থাকেন ইসমাইল সাবরী ইয়াকুব। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ার ইব্রাহিম পান ৯৯ ভোট।

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে ওআইসির আহ্বান

ক্ষমতার পালাবদলের পর আফগানিস্তানকে আর কখনো সন্ত্রাসীদের স্বর্গে পরিণত হতে দেওয়া উচিত হবে না বলে মন্তব্য করেছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)। একই সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর এই জোট দেশটির চলমান সংকট সমাধানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ শুরুর আহ্বান জানিয়েছে।

এ ছাড়া জেদ্দাভিত্তিক সংস্থা ওআইসি বলেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এবং দেশটির জাতীয় পুনর্গঠন কাজের গুরুত্ব তুলে ধরতে সে দেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে তারা। এএফপি ও সৌদি গেজেটের খবর।

বৈঠকে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দেশটি যেন আর কখনো সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্ল্যাটফরম বা স্বর্গ হয়ে না ওঠে, তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

আফগানিস্তানের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সামাল দিতে ওআইসির এমন উদ্যোগ ছাড়াও আজ মঙ্গলবার বৈঠকে বসছেন জি-৭ জোটের নেতারা। সপ্তাহখানেক আগে আফগানিস্তানে পশ্চিমা-সমর্থিত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সরকারকে হটিয়ে তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশটিতে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক সরকার গঠিত হয়নি। তবে একটি অংশগ্রহণমূলক সরকার গঠনে আলোচনা শুরু করেছেন তালেবান নেতারা।

মুজাহিদিনদের প্রতিরোধের মুখে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনারা আফগানিস্তান থেকে পিছু হটার পর ১৯৯৬ সালে দেশটিতে সরকার গঠন করে তালেবান। পরে ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ হামলা চালায় আল-কায়েদা। সংগঠনটির নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ওই বছরই আফগানিস্তানে কথিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নামে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। এতে তালেবান সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু দেশটিতে শান্তি ফেরেনি। এরপর দুই দশকের এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়-সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে যায় আফগানিস্তান। এখন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে পিছু হটার পর আবার ক্ষমতায় সেই তালেবান।

ইসলাম ধর্মের সহনশীলতার নীতি এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে আফগান জনগণের জীবনযাপনের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং এসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আফগানিস্তানের সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি নিয়ে গত রোববার সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে জরুরি বৈঠকে বসেন ওআইসির নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। সৌদির অনুরোধে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দেশটি যেন আর কখনো সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্ল্যাটফরম বা স্বর্গ হয়ে না ওঠে, তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

বৈঠকে ওআইসির প্রতিনিধিরা আফগানিস্তানের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি আফগানিস্তানে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং দেশটির উন্নয়নে সহায়তা করতে জোটের সদস্যদেশগুলোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

আফগান জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে, সহিংসতার অবসান ঘটাতে, জরুরিভিত্তিতে নিরাপত্তা ফেরাতে এবং আফগান সমাজে নাগরিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কাজ করার আহ্বান জানান ওআইসির নেতারা। স্থিতিশীলতা, সুন্দর জীবন, নিজেদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমৃদ্ধি অর্জনে আফগান জনগণের যে প্রত্যাশা, তা পূরণে দেশটিতে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।

এদিকে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সংকটের একটি টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সে দেশের নেতৃত্বে চলা শান্তিপ্রক্রিয়ায় সমর্থনদান এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনের প্রতি ওআইসির পূর্ণ প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন এ জোটের নেতারা।

মেনে নেয়াই হচ্ছে বাস্তবতা

আমি আশা করি তালেবান প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে : পুতিন

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আশা করেন, তালেবান যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা রক্ষা করবে তারা। তালেবান রাজধানী কাবুল দখলের পর প্রথমবার আফগানিস্তান সংকট নিয়ে মন্তব্য করলেন রাশিয়ার নেতা। তালেবান রাজধানী কাবুল দখলের পরই পুরো দুনিয়ায় যেন অস্থিরতা নেমেছে। আগস্টের পরই সরকার গঠনের আভাস দিয়েছে তালেবান। ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া তালেবান সরকারকে কোন কোন দেশ সমর্থন দিতে যাচ্ছে তা এখনই বলা মুশকিল। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নানা কারণে তালেবানকে সমর্থন দিতে পারে চীন এবং রাশিয়া।

এমন পরিস্থিতিতে প্রথমবার আফগানের চলমান সংকট নিয়ে কথা বললেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তার মতে, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের উচিত হবে না আফগানিস্তানের ওপর তাদের মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়া। তালেবান এখন যেভাবে পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাদের উচিত তা মেনে নেওয়া আর এটিই বাস্তবতা'। তিনি আরও যোগ করেন, 'তালেবান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আফগানিস্তানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে'।

গত রোববার আফগান সরকারের পতন ঘটিয়ে রাজধানী কাবুল দখল করে নেয় সশস্ত্র তারা। এরপরই দেশ ছেড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আশ্রয় নেন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি।

আফগানিস্তানে যাওয়াটাই ছিল ইতিহাসের বড় ভুল : ট্রাম্প

আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যাওয়াটা ছিল আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আফগান ইস্যুতে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও সমালোচনা করেন তিনি। তালেবানের সংবাদ সম্মেলনের পর বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আফগানিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্তই ছিল আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুল।' আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে জড়ানোর প্রসঙ্গে সাংবাদিক শন হ্যানিটির ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন। জবাবে ট্রাম্প জানান, 'আমরা মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এতে আমাদের কয়েক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি; বরং চরম খারাপের দিকে গেছে। কারণ, অঞ্চলগুলোকে পুনর্গঠনের কাজ করতে হচ্ছে। সেখানে সবকিছুকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে'।

তিনি আরও বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের দীর্ঘ বাজে অভিজ্ঞতা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আটকা যাওয়াটা চোরাবালিতে পড়ার মতোই ছিল বলে হতাশার কথা জানান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতায় থাকাকালীন ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান থেকে সেনা তুলে নেওয়ার কথা জানান ট্রাম্প। এসব দেশে মার্কিন সেনাদের সময় নষ্ট এবং অর্থের অপচয় হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রয়োজনে তালেবানদের সঙ্গে কাজ করবে বৃটেন-বরিস জনসন

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, প্রয়োজন হলে আফগানিস্তানে তালেবানদের সঙ্গে কাজ করবে বৃটেন। শুক্রবার তিনি এমন মন্তব্য করেন বলে খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা।

এতে বলা হয়, আফগানিস্তান পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডমিনিক রাব রয়েছেন কড়া সমালোচনার মধ্যে। কিন্তু বরিস জনসন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

তিনি মিডিয়াকে বলেন, আমি জনগণকে নিশ্চিত করতে চাই, আফগানিস্তান সমস্যা

সমাধানের জন্য আমরা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগে কাজ করছি। কাজ করছি তালেবানদের সঙ্গে। অবশ্যই যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে চালিয়ে যাবো (তালেবানদের সঙ্গে কাজ)।

এদিন তার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আফগানিস্তান পরিস্থিতি মোকাবিলা যেভাবে করেছেন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তাতে বিরোধীরা তার পদত্যাগ দাবি করেছেন।

এ অবস্থায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডমিনিক রাবের প্রতি তার আস্থা অবিচল আছে কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে বরিস জনসন বলেন, অবশ্যই।

আলজেরিয়ায় দাবানলে ৬৫ ব্যক্তির মৃত্যু, পুড়ছে গ্রিস-ইতালি

আলজেরিয়ায় দাবানলে অন্তত ৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আলজেরিয়া সরকার বলছে, আগুন লাগানো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তীব্র দাবদাহ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে তা দাবানলে রূপ নিয়েছে। অন্যদিকে টানা নয়দিন ধরে গ্রিসের বিস্তৃর্ণ এলাকা দাবানলের আগুনে পুড়ছে। তুরস্ক, ইতালিসহ ভূমধ্যসাগরের উভয় পাশের দেশগুলোয় দশকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করছে। জ্বলছে দাবানলের আগুন।

আলজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ১৮টি প্রদেশের ৭০টির বেশি স্থানে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানল সবচেয়ে ভয়াবহ আকার নিয়েছে কাবিলি অঞ্চলের বেজাইয়ে ও তিজি ওউজৌ জেলায়। রাজধানী আলজিয়ার্সের পূর্বে অবস্থিত এ অঞ্চলে আগুন সবকিছু গ্রাস করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবিতে দেখা যায়, কাবিলির পাহাড়ি

বন পুড়ে বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছে। অঞ্চলটির তিজি ওউজৌ এলাকার ১০টি স্থানে আগুন জ্বলছে। দাবানলে দেশটিতে অন্তত ৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ সেনাসদস্য রয়েছেন। তাঁরা আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

নিহতদের স্মরণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেল মাদজিদ তেবিউন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'বেজাইয়ে ও তিজি ওউজৌ এলাকার ১০০ জনের মতো বাসিন্দাকে সফলভাবে উদ্ধার করার পর ২৮ জন সেনা শহীদ হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। এ ঘটনা আমাকে খুবই মর্মাহত করেছে।'

শোকবাণী

ডা. আবদুস সালাম এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের মেডিকেল বিভাগের প্রবীণ সদস্য (রুকন), রমনা থানা জামায়াতের দীর্ঘদিনের সাবেক আমীর ও বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা. আবদুস সালাম নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৩০ আগস্ট রাত পৌণে ১১টায় ৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ৩১ আগস্ট বাদ জোহর মোহাম্মাদপুরের ১ নং রোডস্থ চাঁদ উদ্যান আবাসিক এলাকার বাইতুর রহমান জামে মসজিদে জানাযা শেষে তাঁকে রায়েরবাগ শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান, নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিনসহ কেন্দ্রীয় জামায়াত ও ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা. আবদুস সালামের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৩১ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউতে) চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ৩০ আগস্ট রাত পৌণে ১১টায় মহান মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়ার এ সফর শেষ করলেন। দ্বীনের এই শ্রদ্ধেয় দা'য়ী গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব নিবিড়ভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ডা. আবদুস সালামের ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি একজন দ্বীনদার ও মুখলিস মানুষ ছিলেন। দুনিয়ার জৌলস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাদা-মাটা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। মিতব্যয়িতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। তিনি আজীবন ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক জীবন-যাপনের চেষ্টা করেছেন এবং দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। উপরন্তু তিনি বহু ধর্মীয় ও কল্যাণমূলক কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া অনেকগুলো সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ ও প্রতিষ্ঠান যুগ-যুগ ধরে উম্মাহর খেদমতে লাগবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা এই তামাম প্রয়াসগুলোকে তাঁর বান্দার জন্য সাদাকাতুল জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন এবং কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং পরিবার-পরিজন, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সকলকে আল্লাহ্ তাআলা সবরে জামিল দান করুন। আমীন।

আল্লামা হাফেজ মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

গারাংগিয়ার পীর সাহেব, গারাংগিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ 'মসজিদে বাইতুর রহমত' এর খতীব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা হাফেজ মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৯ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, গারাংগিয়ার পীর সাহেব, গারাংগিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ 'মসজিদে বাইতুর রহমত' এর খতীব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা হাফেজ মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী ১৯ আগস্ট বেলা পৌণে ২টায় চট্টগ্রাম মহানগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি

স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, প্রখ্যাত আলেম গারাংগিয়ার পীর আল্লামা হাফেজ মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী ছিলেন আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতার প্রিয় রাহবার। তিনি ছিলেন দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ খাদেম। দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য উচ্চতার এক মহৎ ব্যক্তি। ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁর ইন্তিকালে জাতি একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীনকে হারাল। মহান রব তাঁর শূন্যতা পূরণ করে দিন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ গোলামের সকল নেক খেদমত কবুল করুন। তাঁর গুনাহখাতাগুলো মেহেরবানী করে মিটিয়ে দিন। পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তাঁর জন্য শান্তি, রাহমাহ, মাগফিরাহ ও বারাকার চাদরে ঢেকে দিন। আবরার বান্দাদের মধ্যে কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস ও আলা দারাজাহ দান করুন। তাঁর শোকাহত স্বজনদের এবং সহকর্মীদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরে জামিল দান করুন। আমীন।

অপর এক যুক্ত শোকবাণীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মুহাম্মদ শাহজাহান এবং সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল আমীন গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, গারাংগিয়ার পীর সাহেব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা হাফেজ মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকীর ইন্তেকালে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। তিনি ছিলেন ইলমি জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমরা তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

মমতাজুল ইসলাম বিএসসি এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন ও চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলা শাখার আমীর জনাব মোঃ মমতাজুল ইসলাম বিএসসি ১৪ আগস্ট ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ আগস্ট দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১৯ আগস্ট সকাল ১০টায় শাহরাস্তি উপজেলার সুচিপাড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের নরসিংপুর নামক গ্রামের নিজ বাড়িতে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

জনাব মোঃ মমতাজুল ইসলাম বিএসসির ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৯ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, জনাব মোঃ মমতাজুল ইসলাম বিএসসির ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। ইসলাম প্রতিষ্ঠার তামান্না নিয়ে তিনি আজীবন ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক জীবন-যাপনের চেষ্টা করেছেন এবং দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারী এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার চান্দনাইশ উপজেলা শাখার সাবেক আমীর মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারী ১৬ আগস্ট ২০২১ সকাল ৭টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি

ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন।

মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা শাখার আমীর অধ্যাপক জাফর সাদেক ১৬ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, মাওলানা জাফর আহমাদ আনছারী ১৬ আগস্ট সকাল ৭টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে মর্মান্তিকভাবে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তাঁর ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন দাঈকে হারালাম। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে বহু অবদান রেখে গিয়েছেন। আমি মহান রবের নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, তিনি যেন তাকে ক্ষমা করে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। আমি তার শোকাহত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন :

১. জনাব হোসাইন আহমাদ, সদস্য (রুকন), নোয়াখালী শহর।
২. আজিজুল বারী (আব্দুল মান্নান), সদস্য (রুকন), আধুনিক প্রকাশনীর সাবেক এজিএম।
৩. আকলিমা খাতুন, মহিলা সদস্য (রুকন), পাবনা শহর।
৪. জনাব ইসহাক আলী (৮৫), সদস্য (রুকন), বোচাগঞ্জ উপজেলা শাখা, দিনাজপুর উত্তর জেলা।
৫. আমীর মোঃ জয়নুল আবেদীন (৭৫), সদস্য (রুকন), শেরপুর উপজেলা শাখা, বগুড়া পূর্ব জেলা।
৬. মমতাজ বেগম (৭২), মহিলা সদস্য (রুকন), কবিরহাট উপজেলা শাখা, নোয়াখালী জেলা।
৭. মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৬০), সদস্য (রুকন), দৌলতপুর সাংগঠনিক দক্ষিণ থানা, খুলনা মহানগরী।
৮. জনাব মোঃ মমতাজুল ইসলাম, সদস্য (রুকন), শাহরাস্তি উপজেলা শাখার আমীর, চাঁদপুর জেলা।
৯. জনাব শামসুদ্দিন আহমাদ (৯১), সদস্য (রুকন), গাংনী পৌরসভা শাখা, মেহেরপুর জেলা।
১০. মাওলানা আবদুল মতিন (৮০), সদস্য (রুকন), বরিশাল জেলা শাখা।
১১. মনোয়ারা ইয়াসমিন (৬৯), মহিলা সদস্য (রুকন), মতলব পৌরসভা শাখা, চাঁদপুর জেলা।
১২. জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৬০), সদস্য (রুকন), শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, বরিশাল মহানগরী।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী